Contents

দশম বর্ষ

নবম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

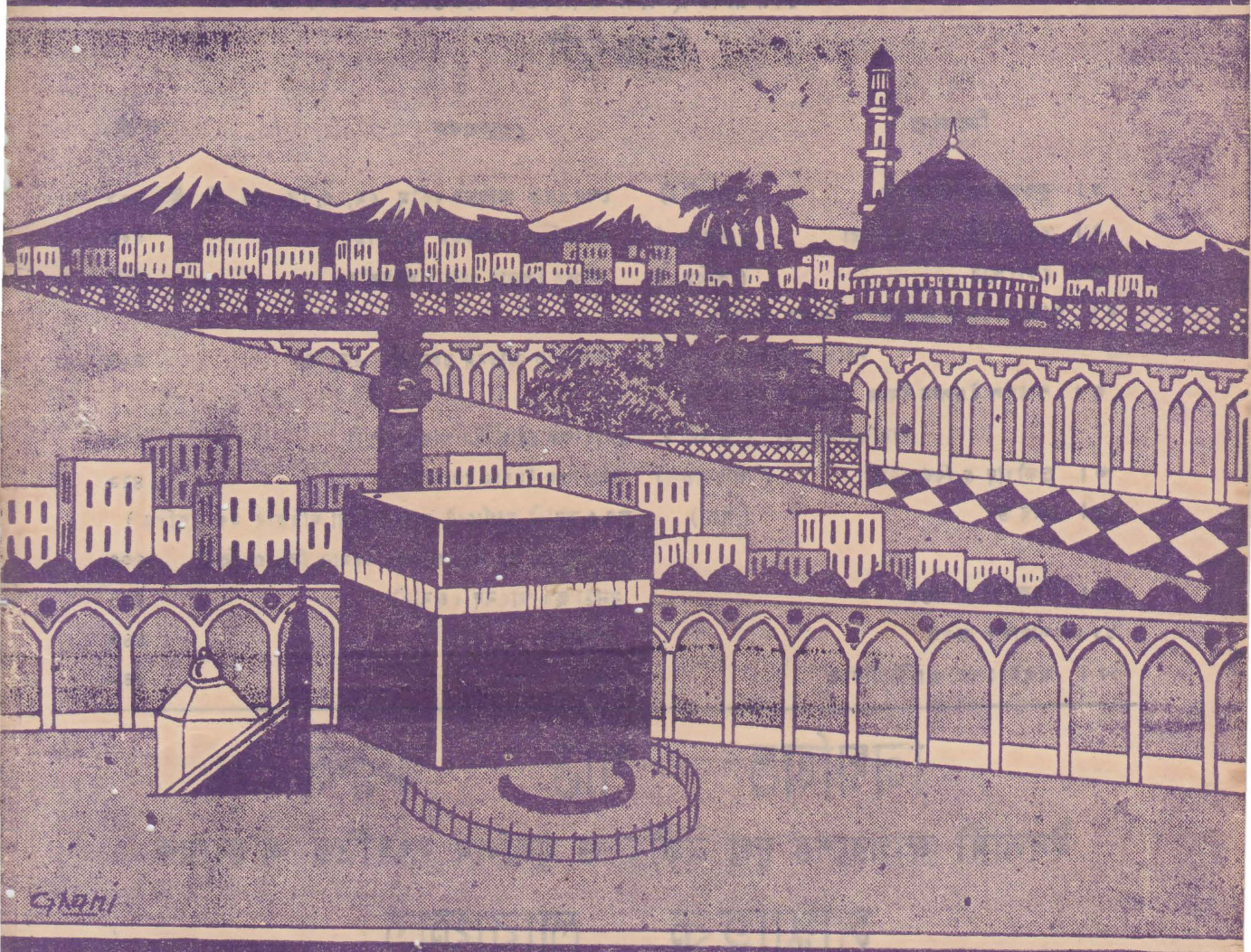

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

দশম বর্ষ—নবম সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৬৯ বাং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—১৯৬২ ইং

সফর-রবিউস্-সানী জমাদিউল আউওয়াল—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

	নিবন্ধ		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	৪০১
২।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৪০৯
৩।	কোরআন	(কবিতা)	সইফুল ইসলাম মোঃ শফীউদ্দীন	৪১৬
৪।	পাক ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস		আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৪১৭
৫।	শায়খুল ইছলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রঃ)	(জীবনী)	মোহাম্মদ ছোহাইল বাসুদেবপুরী	৪২১
৬।	সুফীবাদ ও বিশ্ব-রহস্য	(আলোচনা)	মোহাম্মদ ইমরান ছোহাইল	৪২৯
৭।	সংঘ ত	(গল্প)	মূল : কুমারী মার্গারেট মাকাস (আমেরিকান নও মুসলিম) মুক্ত অনুবাদ : মোঃ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি	৪৩৫
১০।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর		মুনতাছির আহমদ রহমানী	৪৪১
১১।	সাময়িক প্রসঙ্গ		সম্পাদক	৪৪৬
১২।	জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		... ...	৪৪৯

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৬ষ্ঠ বর্ষ শুরু হইয়াছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, রবিঃ সানি-জমাঃ আউয়াল ১৩৮২ হিঃ, আশ্বিন ১৩৬৯ বংগাব্দ	নবম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শেখ মোঃ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি,

بسم الله الرحمن الرحيم

১০৫) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ

১০৫। আহ্‌লি-কিতাব ও মুশরিক প্রভৃতি কাফিরেরা ইহা পসন্দ করে না যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের রব্বের তরফ হইতে কোনও কল্যাণ[১১৩] নাযিল করা হয়, কিন্তু আল্লাহ এমন [শান রাখেন] যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে নিজ রহমতের জন্য নির্দিষ্ট ও খাস

www.ahlehadeethbd.org

من يشاء، والله ذوالفضل العظيم .

١٠٦ ماننسخ من اية او ننسها نات
بخير منها او مثلها، الم تعلم ان الله على
كل شيء قدير .

١٠٧ الم تعلم ان الله له ملك
السموات والارض، ومالكم من دون الله من
ولي ولا نصير .

١٠٨ ام تريدون ان تسئلوا رسولكم
كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر
بالايمان فقد ضل سواء السبيل .

করিয়া লন ; আর আল্লাহ মহান দানের মালিক।

১০৬। আমি যখনই কোন আয়াতের নাস্‌খ্ [১১৪] (পঠন বা অনুসরণ বা পঠন অনুসরণ উভয়েরই বিলোপ) সাধন করি অথবা উহা বিস্মরণ করাই তখনই [উহার স্থলে] তদপেক্ষা উত্তম [১১৫] অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি। [হে নবী,] আপনি [১১৬] কি জানেন না যে, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যাপারে ক্ষমতাবান।[১১৭]

১০৭। আপনি [১১৬] কি জানেন না যে, আল্লাহ এমন জন যে, আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র তাঁহারই [১১৭] এবং তাঁহাকে বাদ দিয়া তোমাদের জন্য না থাকে কোন অভিভাবক আর না থাকে কোন সহায়ক।

১০৮। অথবা তোমরা [১১৮] কি তোমাদের রসূলকে ঐ ভাবে [অবান্তর] প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা কর যে ভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল? আর যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফর অবলম্বন করে সে মধ্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

---

১১৩ এখানে কল্যাণ বলিয়া পয়গম্বরী, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জয় প্রমুখ যাবতীয় দানের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

১১৪ نسخ হযরত মোহাম্মদ সঃর পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের যমানায় শরী'আতে যে সকল বিধান প্রচলিত ছিল সেই বিধানগুলির কোনটি অথবা হযরত মুহম্মদ সঃ-র যমানায় শরী'আতের কোন বিধান কিছুকাল বলবৎ থাকিবার পরে যদি শরী'আত কর্তৃক পরিবর্তিত বা বর্জিত হইয়া থাকে তবে এই পরিবর্তন ও বর্জনকে নাস্‌খ্ বলা হয়। ইসলামে এমন বহু বিধান পাওয়া যায় যাহার প্রতি নাস্‌খ্ জারী করা হইয়াছিল।

১১৫ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় কালাম মর্যাদায় সমান। তাঁহার আয়াতগুলির মধ্যে কোন ইতরবিশেষ নাই—হইতে পারে না। কাজেই এখানে 'উত্তমের' অর্থ হইবে 'মানুষের জন্য অধিকতর উপকারী ও অধিকতর সওয়াবজনক'।

১১৬ নবী সঃকে সম্বোধন করা হইলেও এই কথাগুলি প্রকৃতপক্ষে মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

১১৭ ইসলামের শত্রুরা বলিত যে, যে বিধান কিছুকাল চালু থাকার পরে অচল হইয়া পড়িতেছে এবং তাহার ফলে উহা পরিবর্তন করা হইতেছে সেই বিধান কখনই আল্লার বিধান হইতে পারে না। এই মন্তব্যের উত্তরে বলা হইল যে, আসমান-যমীন কুল মখলুকাত আল্লাহ-তা'আলার অসীম ক্ষমতার অধীন। কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে যখন যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ বিধান প্রবর্তনের পূর্ণ অধিকার আল্লাহ-

www.ahlehadeethbd.org

١٠٩ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১০৯। য়াহূদীদের সম্মুখে ধ্রুব সত্য প্রকাশ হইবার পরেও তাহাদের অনেকে নিজ প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে ঈর্ষাবশতঃ এই কামনা করে যে, তোমাদের ঈমান আনিবার পরে তাহারা যদি তোমাদিগকে কাফিরে পরিণত করিতে পারিত! এ সম্পর্কে আল্লাহ যে পর্যন্ত কোন বিধান না দেন সে পর্যন্ত তোমরা [তাহাদের ঐ আচরণ] ক্ষমা করিতে ও উপেক্ষা করিতে থাক! নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাবান। [এবং তিনিই ইহার প্রতিবিধান করিবেন।]১১৯

তা'আলার আছে এবং ঐ অধিকারের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে نسخ নাস্‌খ্‌।

১১৮ এখানে 'তোমরা' বলিতে মুমিনদেরেও বুঝাইতে পারে, য়াহুদীদেরেও বুঝাইতে পারে। কারণ, এই আয়াতের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুমিনদেরে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে। আর বহু পূর্ব হইতে য়াহুদীদের বিবরণ চলিয়া আসিতেছে এবং পরেও বহুদূর পর্যন্ত য়াহুদীদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১১৯ হযরত মুহাম্মদ সঃ যে সময়ে হিজরত করিয়া মদীনা পৌছেন সেই সময়ে মদীনা শহরতলীতে দুই জাতির লোক বাস করিত। এক জাতি ছিল মদীনার আদি অধিবাসী ও অপর জাতি ছিল সিরিয়া হইতে আগত য়াহুদ জাতি। এই য়াহুদীগণ তিন গোত্রের—বানু কাইনুকা গোত্র, বনূনযীর গোত্র ও বানূ কুরাইযা গোত্র।

হযরতের মদীনা আগমনের পর অল্পকাল মধ্যেই মদীনার আদি অধিবাসীদের অধিকাংশ লোকই ইসলাম কবুল করে।

অনন্তর মদীনায় স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা কাইম করিবার জন্য হযরত মুহম্মদ সঃ মদীনার য়াহুদ জাতি ও মুশরিকদের সহিত এক মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির শর্ত এই ছিল যে, মদীনা শহরের ও শহরতলীর মুসলিম, মুশরিক ও য়াহুদ তিন দলই মদীনা-রক্ষা ব্যাপারে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধ করিবে। ঐ তিন দলের কোন এক দলের শত্রুকে ঐ তিন দলের কোনও ব্যক্তি কোন প্রকার সাহায্য করিবে না অথবা তাহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবে না।

মদীনা শহরের ও শহরতলীর ঐ মিত্রতা চুক্তিভুক্ত য়াহূদীদের কথাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে। **তাহাদের সহিত যে মিত্রতা-চুক্তি বর্তমান ছিল সম্ভবতঃ সেই মিত্রতা-চুক্তির মর্যাদারক্ষার্থ মুসলিমদিগকে এই আয়াতে য়াহূদীদের অশোভন ও অসঙ্গত আচরণ ক্ষমা ও উপেক্ষা করিবার জন্য হুকম দেওয়া হইয়াছিল।**

অথবা,

মদীনার ও মদীনার শহরতলীর য়াহুদ জাতি নবী সঃ তথা মুসলিমদের সহিত বাহ্যিক ভাবে মিত্রতা-চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে তাহারা মুসলিমদের ঘোর দুশমন ছিল। আবার সমগ্র আরব দেশ জুড়িয়া মুশরিক—কাফিরগণও মুসলিমদের চরম দুশমন ছিল। ভিতরের শত্রু য়াহুদ জাতি ও বাহিরের শত্রু মুশরিক—এই উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য মুসলিমদের যে বিশাল জনবল, যে বিপুল অস্ত্রবল ও যে প্রচুর ধনবলের প্রয়োজন ছিল তাহার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এই হুকম জারী করা হইয়াছিল।

য়াহুদ জাতির ঐ সকল দুষ্কৃতি সম্পর্কে আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

١١٠ واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير .

১১০। আর তোমরা রীতিমত নমায সম্পন্ন করিতে ও যকাত দান করিতে থাক। তোমরা আপন মঙ্গলার্থ যে কোন কল্যাণকর কার্য পূর্বাহ্নে করিয়া রাখিবে তাহা [-র প্রতিদান] তোমরা আল্লার নিকটে পাইবে। ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা যে কাজই কর তাহাই আল্লাহ নিরীক্ষমান।

١١١ وقالوا لن يدخل الجنة الا من

১১১। তাহারা বলিয়া থাকে, "যে ব্যক্তি য়াহুদী অথবা খৃষ্টান হয় সেই ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই কোন ক্রমেই জান্নাতে প্রবেশ

তা'আলা পরবর্তী কালে যে বিধান দেন ও যে ভাবে তাহাদের দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করেন তাহা এই :—

১। হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের সময়ে **বানূ কাইনুকা** নামক য়াহুদী গোত্র মদীনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিক দলকে সাহায্য করে। য়াহুদী বানূ কানুইকা গোত্র এইভাবে চুক্তি-শর্ত লঙ্ঘন করায় নবী করীম সঃ ও মুসলিম দল তাহাদিগকে **হিজরী দ্বিতীয় সনেই** মদীনা হইতে বিতাড়িত করেন। এই য়াহুদী গোত্রটি মদীনা ত্যাগ করতঃ আরব দেশ পার হইয়া সিরিয়া সীমান্তে 'খাইবার' নামক স্থানে চলিয়া যায় এবং সেখানে বাস করিতে থাকে।

২। **য়াহুদী বানূ-নাযীর গোত্র** মিত্রতা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিয়া মক্কার কাফির কুরাইশদিগকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকে এবং নবী করীম সঃ-কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে। এই সকল অপরাধের জন্য নবী সঃ **হিজরী চতুর্থ সনে** বানূ নাযীর গোত্রকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করিবার হুকম করেন। তাহারা ঐ হুকম অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। নবী সঃ ও মুসলিম দল তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলে তাহারা আত্ম-সমর্পণ করে। অনন্তর নবী সঃ-র নির্দেশক্রমে তাহারা মদীনা ত্যাগ করে এবং সিরিয়া-সীমান্তে 'খাইবার' নামক স্থানে যাইয়া বানূ-কাইনুকা গোত্রের সহিত মিলিত হয়।

৩। **হিজরী পঞ্চম বর্ষে** 'খন্দক' যুদ্ধে আরবের কাফির-মুশরিক দলগুলি যখন সমবেতভাবে মদীনা আক্রমণ করে তখন বানূ-কুরাইযা নামক মদীনাস্থ অবশিষ্ট য়াহুদী দলটি মুশরিক-কাফিরদের সহিত মিলিত হইয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ফলে, 'খন্দক' যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই নবী সঃ মুসলিম সৈন্যসহ ঐ য়াহুদী গোত্রকে আক্রমণ করেন। য়াহুদীগণ নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিম দল তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলে য়াহুদী দল এই শর্তে আত্ম-সমর্পণ করে যে, তাহাদের পূর্ব-কালীন মিত্র মসলিম-নেতা সা'দ যাহা ফয়সলা করিবেন তাহাই তাহারা মানিয়া লইবে। সাহাবী হযরত সা'দের ফয়সলা মতে য়াহুদী **বানূ-কুরাইযা গোত্রের যাবতীয় যুদ্ধক্ষম লোককে হত্যা করা হয় এবং তাহাদের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদেরে দাস-দাসী রূপে গ্রহণ করা হয়।**

আল্লাহ-তা'আলার বিধান এই ভাবে আসিয়াছিল এবং আল্লাহ তা'আলা এইভাবে মদীনার য়াহুদীদের দুষ্ট আচরণ খতম করিয়াছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

كان هودا او نصرى تلك امانيهم قل هاتوا
برهانكم ان كنتم صدقين

١١٢ بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن
فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون ٥

করিবেনা।”[১২০] ঐগুলি তাহাদের অলীক আকাঙ্খা বিশেষ।[১২১] [হে নবী, তাহাদেরে] আপনি বলুন, “তোমরা যদি [নিজ দাবী সম্পর্কে] সত্যবাদী হইয়া থাক তবে তোমরা তোমাদের প্রমাণাদি পেশ কর।”

১১২। না, তাহা নয়। বরং যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল থাকিয়া আল্লার [বিধি-নিষেধের] সম্মুখে নিজ মুখ মণ্ডল নিবেদন করিয়া বসিয়াছে তাহারই জন্য তাহার রবের নিকটে তাহার প্রাপ্য প্রতিদান রহিয়াছে—[১২২] আর তাহাদের কোন ভয় [এর কারণ]ও নাই, এবং তাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হইবেনা।[১২৩]

---

১২০ এই আয়াতের এক আয়াত পরে ১১৩ নং আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই অংশের ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ —

য়াহুদীগণ দাবী করিত যে, কেবলমাত্র য়াহুদী জাতিই জান্নাতে যাইবে। খৃষ্টান, মুসলিম অথবা অন্য কোন জাতি কিছুতেই জান্নাতে যাইতে পারিবে-না। সেইরূপ খৃষ্টানগণ দাবী করিত যে কেবলমাত্র খৃষ্টান জাতিই জান্নাতে যাইবে। য়াহুদ, মুসলিম অথবা অপর কোন ধর্মাবলম্বী কিছুতেই জান্নাতে যাইতে পারিবে না। তাহাদের এই দাবী সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, উহা তাহাদের একটা অলীক ধারণা ও নিছক বাসনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

১২১ 'অলীক আকাঙ্খা' বলিয়া আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা এই:—

১। পয়গম্বরী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, জয় প্রভৃতি কোন কল্যাণকর বস্তুই যেন আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের প্রতি নাযিল না করেন—(২।১০৫)

২। মুসলিমগণ যেন কাফিরে পরিণত হয়—(২ ১০৯)

৩। য়া'হুদীদের কামনা কেবল মাত্র তাহারাই যেন জান্নাতে যায় এবং খৃষ্টানদের কামনা—কেবলমাত্র তাহারাই যেন জান্নাতে যায়। (বর্তমান আয়াত)

১২২ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হযরত মুহম্মদ সঃ-র যমানার য়াহুদীগণও জান্নাতে যাইবে না, খৃষ্টানগণও জান্নাতে যাইবে না। যে সকল সৎকর্মশীল ব্যক্তি আল্লার হুকুমের সামনে পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মুসলিম হইয়াছে কেবলমাত্র তাহারাই জান্নাতে যাইবে।

এই আয়াতকে আশ্রয় করিয়া কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাকার দাবী করিয়া বসিয়াছেন যে, য়াহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, মুসলিম প্রভৃতি যে কোন ধর্মাবলম্বী নিজ ধর্মে থাকিয়া যদি একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সাধন করিতে থাকে এবং অসৎ কর্ম পরিহার করিয়া চলে তবে সে জান্নাতে যাইবে।

ঐ ব্যাখ্যাকারদের দাবীর অসারতা একাধিক ভাবে প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ ইহা একটি সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, কোন আইন-গ্রন্থের কোনও একটি ধারা আলাদাভাবে কখনই গ্রহণ করা হয়না। ঐ ধারায় বর্ণিত বিষয়টি ঐ আইন-গ্রন্থের যে যে ধারায় উল্লিখিত থাকে ঐ সকল ধারাকে সমষ্টিগত ভাবে বিচার করিয়া মীমাংসায় পৌঁছিতে হয়। এই চিরন্তন সত্যটি বক্ষ্যমাণ আয়াতের প্রতি প্রয়োগ করিতে গিয়া দেখা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١١٣ وقالت اليهود ليست النصرى على شيء
وقالت النصرى ليست اليهود على شيء وهم
يتلون الكتب كذلك قال الذين لايعلمون
مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيمة
فيما كانوا فيه يختلفون .

১১৩। য়াহূদী ও খৃষ্টানেরা [আল্লার কিতাব পাঠ করে। তবুও য়াহূদীরা বলিয়া ফেলিল, "খৃষ্টানেরা [ধর্মীয় ব্যাপারে] কোন নির্ভরযোগ্য বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।" সেইরূপ খৃষ্টানেরাও বলিয়া উঠিল, "য়াহূদীরা [ধর্মীয় ব্যাপারে] কোন নির্ভরযোগ্য বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।"[১২৪] যাহারা [আল্লার কিতাবের] কোন জ্ঞান রাখেনা তাহারা [চিরকাল] এইভাবেই ইহাদের উক্তির অনুরূপ উক্তি করিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত হইয়া রহিয়াছে সেই বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ কিয়ামত-কালে তাহাদের [দাবী-দাওয়ার] বিচার করিবেন।

যায় যে, এই কুরআন করীমের সূরা 'তা'—হা' র ১১২ নং আয়াতে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ ঃ

ومن يعمل من الصلحت وهو مؤمن فلا
يخف ظلما ولا هضما

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎ কাজ করিবে সেই ব্যক্তি আখিরাতে প্রতিদান পাইবে। তারপর, কুরআনের পরিভাষায় 'মুমিন' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এই ঃ—আল্লাহ-তা'আলা, তাঁহার মালাইকা তাঁহার গ্রন্থাদি, তাঁহার নবী ও রসূল, আখিরাত, তকদীর, পুনরুত্থান প্রভৃতি বিষয়গুলির যে বিবরণ কুর্আনে ও হাদীসে স্পষ্টভাবে সন্দেহাতীতরূপে দেওয়া হইয়াছে সেই বিবরণের সত্যতা ও যথার্থতা যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করতঃ মুখে স্বীকার করে সেই ব্যক্তি মুমিন। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, কেবলমাত্র মুমিন-মুসলিমই এই আয়াতের আওতায় আসে।

দ্বিতীয়তঃ যে কুরআনে এই আয়াত রহিয়াছে সেই কুরআনই যাবতীয় ধর্মাবলম্বীদিগকে হযরত মুহাম্মদ সঃ-র প্রতি ঈমান আনিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যে, যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে রসূল বলিয়া বিশ্বাস করে না তাহার যাবতীয় সৎকর্মাদি আখিরাতে নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইবে।

তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত য়াহূদ ও খৃষ্টান জাতিদ্বয়ের দাবীর প্রতিবাদ এই আয়াতে করা হইয়াছে বলিয়া এই আয়াতে বর্ণিত "সৎকর্মশীল, আত্মসমর্পণকারী, মুসলিম" বলিয়া য়াহূদী ও খৃষ্টানদের কিছুতেই বুঝাইতে পারে না। কাজেই 'সৎকর্মশীল, আত্মসমর্পণশীল' বলিয়া মুসলিমদের তথা হযরত মুহম্মদ সঃ-র উম্মতের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

বস্তুত মুসলিমদের 'আকীদা এই যে, হযরত মুহম্মদ সঃ-র পয়গম্বরীর পরবর্তী কালের মানুষ ও জিন্নদের মধ্যে কেবলমাত্র হযরত মুহম্মদ স -র উম্মতই জান্নাতে যাইবে।

[এই প্রসঙ্গে এই সূরার ৬২ নং আয়াত ও তৎ-সংশ্লিষ্ট ৬১ নং ব্যাখ্যা দেখুন।]

১২৩ حزن ও خوف এর তফসীর এই সূরার ৩৮ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট ৩১ নং ব্যাখ্যায় দেখুন।

১২৪ হযরত 'ঈসা আ:-র যমানা হইতেই য়াহূদী ও খৃষ্টান জাতিদ্বয় পরস্পরের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করিতে থাকে এবং একে অপরকে ভিত্তিহীন ধর্মের অনুসারী বলিয়া ঘোষণা ও প্রচার করিতে থাকে। তাহাদের চিরন্তন বৈরীভাব হযরত

www.ahlehadeethbd.org

١١٤ ومن اظلم ممن منع مساجد الله
ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها
اولئك ماكان لهم ان يدخلوها الا خائفين
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب
عظيم .

١١٤। যে ব্যক্তি আল্লার মসজিদসমূহে আল্লার নাম ও গুণগরিমা বর্ণিত হইতে বাধা দেয় এবং উহাদের ধ্বংস-ব্যাপারে সক্রিয় হয় তাহার চেয়ে অধিকতর দুরাচার আর কে হইতে পারে? তাহাদের অবস্থা যেরূপ তাহাতে তাহাদের পক্ষে ইহা সঙ্গত ছিলনা যে, তাহারা শঙ্কিত না হইয়া উহাতে প্রবেশ করে। দুনয়াতে নির্যাতনই তাহাদের প্রাপ্য এবং আখিরাতে তাহাদের প্রাপ্য গুরুতর শাস্তি[১২৫]।

١١٥ ولله المشرق والمغرب فاينما
تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم .

১১৫। পূর্ব ও পশ্চিম [এবং সারা দুনয়া] আল্লার। কাজেই যেখানেই থাকিয়া তোমরা [যে দিকেই] মুখ ফিরাইবে সে খানেই আল্লার মুখমণ্ডল [তোমার সামনে]। নিশ্চই আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, মহাজ্ঞানী।[১২৬]

মুহাম্মদ সঃ-র যমানাতেও বিদ্যমান ছিল। ফলে, য়ামানের অন্তর্গত নজরান জনপদ হইতে একদল বিশিষ্ট খৃষ্টান 'আলিম যখন নবী সঃ-র নিকটে উপস্থিত হয় তখন মদীনার একদল বিশিষ্ট য়াহুদী 'আলিমও তাঁহার নিকটে আসে। অনন্তর খৃষ্টান 'আলিম ও য়াহুদী 'আলিমদের মধ্যে ধর্ম লইয়া ভীষণ বহাস ও বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হয়। অবশেষে তাহাদের প্রত্যেক দল অপর দলটিকে ভিত্তিহীন ধর্মের অনুসারী বলিয়া ঘোষণা করে।

তারপর, য়াহুদী 'আলিমগণ আল্লার তওরাৎ কিতাব পাঠ করিয়া নিশ্চিত ভাবে জানে যে, পরে আরও পয়গম্বর আসিবেন এবং খৃষ্টান 'আলিমরা আল্লার ইঞ্জিল কিতাব পড়িয়া নিশ্চিত ভাবে জানে যে, হযরত মূসা আঃ একজন বিশিষ্ট পয়গম্বর ছিলেন। এই সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রকার উক্তি দ্বারা সত্যের অপলাপ করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় ও অসঙ্গত। যাহারা মূর্খ, যাহারা আল্লার কিতাব পড়েনাই বা পড়িতে জানেনা তাহাদের মুখ হইতে ঐ প্রকার কথা বাহির হইতে পারে।

১২৫ যে কোন লোক মসজিদের অবমাননা করে তাহারই উপর এই আয়াতের হুকম প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী আয়াতটির সহিত এই আয়াতটির সম্পর্ক এইরূপ :—

পূর্বের আয়াতে যে তিন প্রকার লোকের কথা বলা হইয়াছে সেই তিন প্রকার লোকই আল্লার মসজিদের অবমাননা করিয়াছিল। খৃষ্টানগণ বয়তুল-মক্কদিসের মসজিদ ধ্বংস করিয়াছিল। কা'বাগৃহ চূড়ান্তভাবে কিবলা নির্ধারিত হইবার পরে মদীনাস্থ য়াহুদীগণ কিবলাকে কেন্দ্র করিয়া নমায ত্যাগ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করিতে থাকে। এইভাবে য়াহুদীগণ মসজিদ-ধ্বংস ব্যাপারে বিজড়িত হইয়াছিল। তারপর, মক্কার কাফিরগণ নবী করীম সঃ-কে ও অপর মুসলিমদিগকে কা'ব-গৃহ প্রাঙ্গণে নমায পড়িতে বাধা দিয়া কিছুকালের জন্য কা'বাগৃহের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া রাখিয়াছিল।

১২৬। সারা দুনয়ার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আল্লাহ। তাঁহার সৃষ্টি হিসাবে সকল স্থানই সমান। কোন স্থানবিশেষের নিজস্ব কোন মর্যাদা বা প্রাধান্য নাই। আল্লাহ তা'আলা যখন যে স্থানকে কোন বৈশিষ্ট দান করেন তখন ঐ স্থানটি ঐ বৈশিষ্টের কারণে মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

বইতুল মক্‌দিসকে যতকাল কিবলা রাখিবা উহাকে মর্যাদাদানের ইচ্ছা আল্লাহ-তা'আলার ছিল, ততকাল তিনি উহাকে কিবলা রাখেন। তারপর, যে সময় হইতে কা'বা গৃহকে কিব্‌লা নির্ধারিত করিয়া উহাকে মর্যাদা দানের ইচ্ছা আল্লাহ-তা'আলার হইল সেই সময় হইতে কা'বাগৃহকে কিবলা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কোন্ স্থানকে অথবা কোন্ দিককে কিব্‌লা নির্ধারিত করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিধান জারী করা একমাত্র আল্লাহ-তা'আলারই অধিকারভুক্ত। এ সম্বন্ধে অপর কাহারও কোন কিছু বলিবার বা প্রতিবাদ করিবার কোনই অধিকার নাই।

একদল তফসীরকার বলেন, আয়াতটিতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কা'বা গৃহের দিকে মুখ না করিয়া অন্য যে কোন দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িলে নমায শুদ্ধ হইবে। কিন্তু এই সূরারই ১৪৪. ১৪৯ ও ১৫০ আয়াত গুলিতে আল্লাহ-তা'আলা স্পষ্ট ভাবে হুকম করেন যে, নবী যেখানেই থাকুন না কেন আর মুসলিমগণও যেখানেই থাকুক না কেন নবীকে ও মুসলিমদিগকে নমায পড়াকালে কা'বা গৃহের দিকে মুখ করিতেই হইবে। অনন্তর পরস্পর বিরোধী এই বিধান দুইটির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান কয়েকভাবে করা হইয়াছে।

(এক) সাহাবী হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ-র অভিমত এই যে, কা'বা গৃহের দিকে মুখ করিয়া নমায পড়া যখন সম্ভব হইবে তখন কা'বা গৃহের দিকে মুখ না করিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িলে নমায শুদ্ধ হইবে না। নমায পড়িবার সময় কা'বাগৃহের দিকে মুখ করা সম্ভবপর না হইলে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িলে নমায শুদ্ধ হইবে। যথা, মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে মাঠে-ময়দানে দিক নির্ণয় করা কোন মুসলিমের পক্ষে যদি অসম্ভব হয় তবে সে নানা ভাবে চিন্তা করিয়া যে দিকে কা'বাগৃহ অবস্থিত বলিয়া তাহার প্রবল ধারণা জন্মিবে সে সেই দিকেই মুখ করিয়া নমায পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় সে যে দিকে মুখ করিয়া নমায পড়ে সেই দিকে যদি কা'বাগৃহ অবস্থিত না থাকে তবুও তাহার নমায দুরুস্ত হইবে।

ইব্‌ন-'আব্বাস রাঃ বলেন, এই প্রকার একটি ঘটনা সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়।

(দুই) হযরত ইব্‌ন-'উমর রাঃ-র অভিমত এই যে, সফরে উট যখন পথ চলিতে থাকে তখন উহার আরোহী মুসলিম যদি ফরয নমায ছাড়া অন্য নমায পড়িতে থাকে তবে আরোহীর মুখ যে দিকেই হউক না কেন তাহার ঐ নমায শুদ্ধ হইবে। ঐ অবস্থার প্রতি এই আয়াত প্রযোজ্য। ফরয নমায পড়িবার সময় মুখ কা'বা গৃহের দিকে অবশ্যই করিতে হইবে। ইব্‌ন 'উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া ফরয ছাড়া অন্য নমায পড়িতে থাকিতেন।

অপর তফসীরকার দল বলেন, এই আয়াতের মধ্যে ও এই সূরার ১৪৪. ১৪৯ ও ১৫০ আয়াত গুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধই নাই। কারণ, কোন দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িবার হুকম এই আয়াতে ঘুণাক্ষরেও দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে, ১৪৪, ১৪৯, ও ১৫০ আয়াতগুলিতে কা'বা-গৃহের দিকে মুখ করিবার জন্য স্পষ্ট ভাবে আদেশ করা হইয়াছে।

এই আয়াতটির প্রকৃত তাৎপর্য এই :—
(এক) কিবলা নির্ধারণের ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ-তা'আলারই রহিয়াছে। (দুই) কিবলার দিকে মুখ করা কোন মৌলিক ই'বাদত নয়—ইহা 'ইবাদতের একটি আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান। কারণ, আল্লাহ-তা'আলা কোন স্থান বিশেষে অথবা দিক বিশেষে অবস্থিত নন—তিনি সর্বত্রই সমানভাবে বিরাজমান। (তিন) এই আয়াতটিকে ১৪৪, ১৪৯ ও ১৫০ নং আয়াত গুলির مقدمه تمهيد বা মুখবন্ধরূপে গ্রহণ করা মোটেই অসঙ্গত নয়।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুনতাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭২) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মানুষের মাল আদা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়া থাকে আল্লাহ তাহাকে উহা আদায় করিতে সাহায্য করিবেন। পক্ষান্তরে, যেব্যক্তি উহা না করার নিয়তে গ্রহণ করিবে আল্লাহ তা'লা তাহাকে বিনষ্ট করিবেন।—বুখারী।

من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى

৭৩) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে আরয করিলাম, আল্লাহর রসূল (দঃ), সিরিয়া দেশ হইতে অমুকের কাপড় আসিয়াছে, যদি আপনি তাহার নিকট কাহাকে প্রেরণ করিয়া অবশ্য স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত ধারে দুইখানা কাপড় ক্রয় করিতেন (তাহাহইলে ভাল হইত)। অতএব তিনি লোক প্রেরণ করিলেন কিন্তু সে কাপড় প্রদানে বিরত রহিল।—হাকিম ও বয়হকী ইহার সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।

يارسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة فارسل اليه فامتنع

৭৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন পশু গচ্ছিত রাখা হইলে উহার (লালন পালনের) ব্যয়ের পরিবর্তে উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা যাইবে, দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখিলে উহার ব্যয় বহনের বিনিময়ে উহার দুগ্ধ পান করা যাইবে এবং আরোহণকারী ও দুগ্ধ পান কারীর প্রতি উহার ব্যয় ভার বহন করা অপরিহার্য হইবে—বুখারী।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة

৭৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, গচ্ছিত বস্তুর নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেও গ্রহীতা উহার মালেক হইবেনা। বরং বন্ধকী রক্ষক উহার উপসত্ব ভোগ করিবে এবং উহার ব্যয় নির্বাহ করিতে থাকিবে[১]।—দারকুতনী ও হাকিম এবং ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত কিন্তু আবুদাউদ প্রভৃতির নিকট ইহার মুর্সাল হওয়াই সুরক্ষিত।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه

৭৬। হযরত আবু রাফে' (রাযি) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه

---

১) আলোচ্য হাদীস এবং ইহার পূর্ববর্তী হাদীসের তাৎপর্য এই যে, গচ্ছিত বস্তুর উপসত্বের অধিকারী মুর্তাহীন বা রেহ্ন্ রক্ষক হইবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ও প্রতিপালনের ব্যয় ভার তাহাকেই বহন করিতে হইবে কিন্তু বন্ধকীদাতা যদি অভাব অনটন হেতু অথবা অন্য কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে তাহাহইলেও রক্ষক উক্ত গচ্ছিত বস্তুর অধিকারী—মালেক হইবে না। এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রাগৈসলামিক যুগের প্রচলিত প্রথাকে বিলোপ করা হইয়াছে। গুনমুহু—উহার লভ্যাংশ, উপসত্ব। গুরমুহু—ব্যয় বহন ও নষ্ট হইয়া গেলে উহার বদলা প্রদান।—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

ابل مــن ابل الصدقــة فامرابا رافــع ان يقضى الرجل بكره فــقال لاأجد الا خيارا قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء

একটি অল্প বয়স্ক উট ধারে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট যকাতের উট আসিল এবং তিনি আবুরাফে'কে সেই ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করিতে নির্দেশ দিলেন। আবু রাফে' আরয করিলেন, সেই উটের ন্যায় কোন উট ইহাতে নাই বরং উহার চাইতে উৎকৃষ্ট উটই রহিয়াছে। (অতএব এখন কি করা উচিত?) রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, উত্তমটাই প্রদান কর। কারণ যে ব্যক্তি ধার পরিশোধে উত্তম সে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ।—মুসলিম।

৭৭) হযরত আলী মুর্তযার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل قرض جر منفعة فهوربا

ঋণ দ্বারা যেভাবেই লাভ করা হয় উহা সুদে পরিণত হইবে। —হারিস বিন আবু উমামা উহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইহার সনদ সাকেত—পতিত এবং বয়হকীতে ফুযালা বিন উবায়দের মারফত একটি দুর্বল শাহেদও বর্ণিত হইয়াছে এবং বুখারীতে আবদুল্লাহ বিন সালাম কর্তৃক অপর একটি মওকুফ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

দরিদ্র[১] এবং অধিকার বঞ্চিত ব্যক্তির বিবরণ ঃ

৭৮) হযরত আবু বকর বিন আবদুররহমান কর্তৃক হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শ্রবণ করিয়াছি তিনি ইর্শাদ করিয়া-

قال سمعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من ادرك مالــه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق بــه من غيره

ছেন, যে ব্যক্তি-ক্রেতার নিকট নিজের সম্পদ প্রাপ্ত হয় এবং সেই ক্রেতা দরিদ্র বলিয়া ঘোষিত হয় তাহাহইলে অপর লোকের চাইতে সেই উক্ত মালের অধিক হকদার হইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

আবুদাউদ এবং ইমাম মালেক আবুবকর বিন আবদুর রহমানের সূত্রে নিম্নরূপ শব্দে মুর্সল রেও-

ايما رجل باع متاعا فافلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنــه شيأ فوجد متاعه بعينه فهو احق بــه وان مات المشتــرى فصاحب المتاع اسوة الغرماء

য়ায়ত করিয়াছেন, যে-ব্যক্তি নিজের কোন সম্পদ বিক্রয় করিল এবং ক্রেতা নিঃসম্বল হইয়া পড়িল অথচ বিক্রেতা উহার মূল্য কিছুই গ্রহণ করেনাই। কিন্তু তাহার সম্পদ অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রেতার নিকট বিদ্যমান থাকে তবে সে উহার অধিক হকদার হইবে। পক্ষান্তরে, যদি ক্রেতা মরিয়া যায় তাহাহইলে সম্পদের মালিক ঋণ দানকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত হইবে।

এই হাদীসকে বয়হকী মিলিত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আবু দাউদের অনুসরণে ইহাকে যয়ীফ বলিয়াছেন। আবুদাউদ এবং ইবনে মাজাহ উমর বিন খল্দার সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি

قال اتينا اباهريرة رضى الله تعالى عنــه فى صاحب لنا قد افلس او مات فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله تعالى عليــه وآله وسلم من افلس اومات فوجد رجل متاعه بعينــه فهــو احــق بــه وصححــه الحاكم وضعفه ابوداؤد وضعف ايضا هذه الزيادة فى ذكر الموت

বলিয়াছেন, আমরা আমাদের একজন মুফলিস অথবা মৃত সঙ্গী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) নিকট গমন করিলাম তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের এই বিষয়ে রসূলুল্লাহর(দঃ) ফয়সালা অনুসারেই ফয়সালা করিব যে, যে ব্যক্তি মুফলিস হইয়াছে অথবা মৃত্যু বরণ করিয়াছে এবং বিক্রেতা তাহার মাল অক্ষয় অবস্থায় পাইয়াছে বিক্রেতাই উহার অধিক হকদার হইবে। ইমাম হাকিম

১) মুফলিস ঃ যে ব্যক্তির দারিদ্রতা বিঘোষিত হইয়াছে এবং ঋণ পরিশোধ করিতে অপারগ হইয়া গিয়াছে। হিজর ঃ শরীয়তের পরিভাষায় যে ঋণী ব্যক্তির প্রতি নিজের সম্পদ ব্যবহার করার সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন এবং আবুদাউদ ইহাকে যয়ীফ এবং মৃত্যুর উল্লেখ সম্বলিত বর্ধিতাংশকেও যয়ীফ বলিয়াছেন।

৭৯) আম্‌র বিন শরীদ তাঁহার পিতার সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لى الواجد يحل عرضه وعقوبته

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, সমর্থশালী ব্যক্তির (ঋণ পরিশোধে) টালবাহানা বা গড়িমসি করা (অন্যায়) তাহার অসম্মানীকরণ এবং শাস্তিবিধান অপরিহার্য করিয়া দিবে[১]। আবুদাউদ ও নাসায়ী; ইমাম বুখারী মুআল্লাকভাবে ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৮০) হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহর সময়ে জনৈক ব্যক্তির খরিদ করা শস্যে বিপদ আপতিত হইল ফলে সে অত্যধিক ঋণে জর্জরিত হইয়া পড়িল এমন কি সে মুফলিস হইয়া গেল

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذالك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لغرمائه خذوا ماوجدتم وليس لكم الا ذالك

রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার প্রতি ছদকা করিতে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিলেন এবং লোকেরা (যথাসাধ্য) দানও করিল কিন্তু উহা তাহার সমপরিমাণ হইল না। সুতরাং রসুলুল্লাহ (দঃ) ঋণপ্রাপকগণকে বলিলেন, ইহাই তোমরা গ্রহণ কর, ইহা ব্যতীত তোমাদের কোন প্রাপ্য নাই।—মুসলিম।

৮১) ইবনে কা'ব স্বীয় পিতা হযরত কা'ব বিন মালেক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হযরত

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه

মুআযের সম্পদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন এবং তাঁহার ঋণ পরিশোধের জন্য উহা বিক্রয় করিয়া দিলেন।—দারকুতনী ইমাম হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইমাম আবুদাউদ ইহাকে মুর্সাল সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং উহাকে রাজেহ বলিয়াছেন।

৮২) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, উহুদের লড়াইতে আমাকে রসুলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে পেশ করা হইল তখন আমার বয়স ১৪ বৎসর ছিল

عرضت على النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشر سنة فلم يجزاني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني

কিন্তু তিনি আমাকে জেহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন না এবং খন্দকের জেহাদের সময় আমাকে পেশ করা হইল, যখন আমার বয়স ১৫ বৎসর তখন আমাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।—বুখারী ও মুসলিম। বয়হকীর বর্ণনাতে আমাকে অনুমতি প্রদান করেননাই এবং বালেগ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই" বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে খুজায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৮৩) হযরত আতিইয়াহ্ কুরযী (রাযিঃ) বলিয়াছেন, (হযরত সা'দ কর্তৃক বনুকুরায়যা গোত্রের

عرضنا على النبى صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلـم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلى

যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করার ফয়সালা প্রদত্ত হইলে) উক্ত দিবস আমাদিগকে রসুলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে পেশ করা হইল যাহাদের নাভির নিম্নাংশের কেশগুচ্ছ উদগত হইয়াছিল (অর্থাৎ যাহারা বালেগ ছিল) তাহাদিগকে কত্‌ল করা হইল, আর যাহাদের উদ্‌গত হয় নাই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। আমি শেষোক্ত দলের মধ্যে ছিলাম। সুতরাং আমাকেও মুক্তি

---

১) যেব্যক্তি লোকের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে সক্ষম হয় অথচ টালবাহানা করিয়া থাকে এবং পরিশোধ করেনা তাহার এই আচরণ সর্বত্র নিন্দনীয়। এরূপ আচরণকারীকে জেলে আটক করা অথবা তাহার সম্পদ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

প্রদান করা হইল।[১]—সুনন-চতুষ্টয়, ইব্নে হিব্বান এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৮৪) আম্র বিন শুআইব স্বীয় পিতা আর তিনি স্বীয় দাদার মারফত রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোকের জন্য তাহার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দান-দক্ষিণা করা জায়েয নহে।—অপর শব্দে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার নিজস্ব সম্পদে (স্বামীর অনুমতি ব্যতীত) কোন হুকুম জারী করা জায়েয নহে কারণ তাহার স্বামী তাহার সর্বস্বের হেফাযতের অধিকারী হইয়াছে।[২]—আহমদ ও সুনন—তিরমিযী ব্যতীত; হাকিম ইহাকে ছহীহ্ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لايجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفى لفظ لايجوز للمرأة امر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها

৮৫) হযরত কবীসা বিন মুখারিক (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে সওয়াল (ভিক্ষাবৃত্তি) করা বৈধ নহে। ১ম: যে ব্যক্তি অপরের কোন দেনার বোঝা নিজের স্কন্ধে বহন করিয়াছে (কিন্তু নিজের সম্পদ দ্বারা উহা পরিশোধ করিতে সক্ষম নহে) তাহার পক্ষে উক্ত বোঝা না নাবানো পর্যন্ত সওয়াল করা জায়েয, অতঃপর সে সওয়াল হইতে বিরত থাকিবে। ২য়: যে ব্যক্তির প্রতি দৈবাৎ কোন বিপদ আপতিত হয় এবং তাহার সম্পদ বিনষ্ট করিয়া দেয় তাহার পক্ষে তাহার অবস্থা বহাল না হওয়া পর্যন্ত সওয়াল করা বৈধ হইবে। ৩য়: যে ব্যক্তি এরূপ দারিদ্রক্লিষ্ট যে তাহার স্বজাতীয় তিন জন বুদ্ধিমান লোক তাহার এই দরিদ্রতার সাক্ষ্য দান করে এই অবস্থায় তাহার জন্য সওয়াল করা জায়েয হইবে।—মুসলিম।

ان المسئلة لاتحل الا لاحد ثلثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلثة من ذوى الحجا من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ:

আপোষ-মীমাংসার বিবরণ:

৮৬) হযরত আম্র বিন আউফ মুযনি (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الصلح

---

১) এই হাদীস এবং ৮২ নং হাদীস বর্তমান অধ্যায়ে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, নাবালেগ ছেলে অথবা যাহারা পনর বৎসর বয়সে পৌঁছে নাই অথবা নাভির নিম্নাংশের কেশ-গুচ্ছ উদ্গত হয় নাই তাহারা যেহেতু পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই—বালেগ হয় নাই—সুতরাং তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি শরীয়ত কর্তৃক গৃহীত হইবে না।—অনুবাদক।

২) স্ত্রীলোকের জন্য স্বামীর সম্পদে হস্তক্ষেপ করা অর্থাৎ উহা দ্বারা দান খয়রাত প্রভৃতি করা জায়েয কিনা, এই সম্বন্ধে কয়েক প্রকার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই অনুসারে আলেম বৃন্দের মধ্যেও মত-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, অল্প স্বল্প বস্তু দান-খয়রাত করা স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েয, কারণ উহাতে উভয়ের উপকার (সওয়াব) নিহিত রহিয়াছে, আবার কেহ কেহ উহাকে অনুমতি সাপেক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অনুমতি প্রকাশ্য হওয়াই আবশ্যকীয় নহে বরং মোটামোটি ভাবে (উর্ফে আম হিসাবে) হওয়াই যথেষ্ট। ইমাম খাত্তাবী বলিয়াছেন, অধিকাংশ লোকের মতানুসারে নিষিদ্ধতা সম্বলিত হাদীসগুলি সেই স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযোজ্য যে ন্যায়পরায়ণা নহে, কারণ রসূলুল্লাহর নির্দেশ ক্রমে স্ত্রীলোকেরা সদ্কা করিয়াছিল এবং ইহাতে স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা করে নাই। বিভিন্নরূপী হাদীসের সমীকরণার্থ বলা যাইতে পারে যে, স্বামীর অবস্থা ও ব্যয়িত সম্পদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হাদীসের প্রয়োগ স্থল নির্ধারিত করা উচিত। অতএব যদি মাল অল্প স্বল্প হয় যাহাতে স্বামীর কোনরূপ ক্ষতি না হয় তাহাহইলে বিনানুমতিতেই উহা জায়েয হইবে। আর ক্ষতির আশঙ্কা অথবা অধিক মাল হইলে উহা অনুমতি সাপেক্ষ হইবে।—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

বলিয়াছেন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসা করা জায়েয। কিন্তু এইরূপ আপোষ (জায়েয নহে) যাহাতে হালাল হারামে অথবা হারাম হালালে পরিণত হয়। মুসলমানেরা তাহাদের শর্তগুলি পালন করিয়া চলিবে কিন্তু এরূপ শর্ত (পালন করিবেনা) যাহাতে হালাল হারামে অথবা হারাম হালালে পরিণত হয়।—তিরমিযী, তিনি ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসজ্ঞগণ ইমাম তিরমিযীর বিশুদ্ধ বলাকে অস্বীকার করিয়াছেন, কারণ এই রেওয়ায়েতের সূত্রে কসীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আউফ রহিয়াছেন এবং তিনি দুর্বল। (হাফিয ইবনে হজর বলেন,) ইমাম তিরমিযী এই হাদীসের সূত্রাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন, ইবনে হিব্বান আবুহুরায়রা প্রমুখাৎ বর্ণিত উক্ত হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

৮৭) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, কোন প্রতিবেশী স্বীয় অপর প্রতিবেশীকে স্বীয় দেওয়ালে (ভূমিতে) বৃক্ষ রোপণে যেন বাধা না দেয়। অতঃপর হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) বলিতে থাকেন, আমি তোমাদিগকে উক্ত ফরমানে রসূল হইতে বিমূঢ় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি কেন? আল্লাহর শপথ! আমি উহা তোমাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ (প্রতিষ্ঠা) করিব[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة مالي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم

১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বাক্য উচ্চারণ কালে হযরত আবু হুরায়রা মারওয়ানের পক্ষ হইতে মদীনার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রসূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অম্লানচিত্তে গ্রহণ করার প্রতি জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

৮৮) হযরত আবু হুমায়দ সাঈদী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য তাহার অপর ভ্রাতার লাঠি তাহার বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করা বৈধ নহে।—ইবনে হিব্বান ও হাকিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يحل لامرأ ان يأخذ عصى اخيه بغير طيب نفس منه

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

ঋণ অপরের উপর অর্পণ করার এবং দণ্ড প্রদানের বিবরণ ঃ

৮৯) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম অন্যায় আর যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি স্বীয় ঋণ অপরের হাওলা ক'রে উহা পরিশোধের দায়িত্ব অপরকে প্রদান করে) তাহাহইলে ঋণদাতার পক্ষে উহা গ্রহণ করা উচিত।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مطل الغنى ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع

৯০) হযরত জাবের (বিন আবদুল্লাহ রাযিঃ) মারফত বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি মারা গেল, আমরা তাহাকে গোসল এবং দাফন-কাফন প্রদানের পর রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির করিয়া ইহার জনাযা পড়িতে অনুরোধ করিলাম এবং তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার নিকট কাহারও ঋণ আছে কি? আমরা আরয করিলাম দুই দীনার আছে।

ثم اتينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلنا تصلى عليه فخطا خطا ثم قال اعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران على فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه

www.ahlehadeethbd.org

এতদ্শ্রবণে রসূলুল্লাহ (দ) ফিরিয়া গেলেন। পরন্ত আবুকাতাদা উক্ত দীনার দ্বয়ের জিম্মা গ্রহণ করিলেন এবং আমরা পুনরায় হযরতের খিদমতে হাযির হইলাম। আবু কাতাদা বলিলেন, মৃত ব্যক্তির ঋণ দুইটি দীনারের জিম্মা আমি গ্রহণ করিতেছি (সুতরাং আপনি তাহার জনাযা সমাধা করুন,) তখন রসূলুল্লাহ দঃ বলিলেন। তোমার প্রতি ঋণ দাতার হক প্রতিষ্ঠিত এবং মৃতব্যক্তি ঋণমুক্ত হইয়াছে কি? আবুকাতাদা (রাযিঃ)বলিলেন, জী, হাঁ। রসূলুল্লাহ(দঃ) তখন তাহার জানাযার নমায পড়াইলেন। আহমদ, আবুদাউদ ও নাসায়ী; ইবনে হিব্বান এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৯১) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسئل هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفى وعليه دين فعلى قضاءه

বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে এরূপ জানাযা উপস্থিত করা হইত তাহাদের উপর দেনা রহিয়াছে তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন. মৃত ব্যক্তি তাহার ঋণ পরিশোধের উপযোগী সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছে কি? ইহার উত্তরে যদি বলা হইত যে, জী হাঁ সেই পরিমাণ সম্পদ সে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাহইলে রসূলুল্লহ (দঃ) তাহার জানাযা পড়াইতেন, অন্যথায় সাহাবাদিগকে জানাযা পড়ার নির্দেশ প্রদান করিয়া তিনি নমায হইতে বিরত থাকিতেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তাঁহাকে বিভিন্ন বিজয় মাল্যে ভূষিত করিলেন তখন তিনি (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইলেন, মু'মিনদের সহিত আমার সম্পর্ক তাহাদের নিজেদের চাইতেও ঘনিষ্টতর, অতএব অতঃপর যাহারা ঋণ পরিশোধ না করিয়া মারা যাইবে আমি তাহা পরিশোধ করিব।—বুখারী ও মুসলিম।

বুখারী শরীফের অপর বর্ণনাতে বর্ণিত হইয়াছে,

فمن مات ولم يترك وفاء

যে ব্যক্তি (দেনাদার) মরিয়া যায় এবং ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সম্পদ পরিত্যাগ না করে (তাহার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাইবে)।—বুখারী।

৯২) হযরত আমর বিন শুআয়ব (রাযি) স্বীয় সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا كفالة فى حد

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন হদ্ সম্বন্ধে কাহারোও জিম্মা বা হাওলা করা জায়েয নহে।—বয়হকী দুর্বল সনদে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ে অংশী হওয়া ও উকীল নিয়োগের বিবরণঃ

৯৩) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما

বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, কোন কারবারে) দুইজন শরীক ব্যক্তির সহিত আমি (আল্লাহ) তৃতীয় শরীকরূপে বিরাজ করিতে থাকি যতক্ষণ না তাহাদের একজন অপর সঙ্গীর সহিত খেয়ানত করে। অতঃপর যখন খেয়ানত—বিশ্বাস ঘাতকতা করে ফেলে তখন আমি বাহির হইয়া পড়ি—আবুদাউদ ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন। (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় শরীক বিশ্বস্ততার সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করে আল্লাহ তাহাদের সাহায্য করেন, তাহাদের হেফাযত করেন এবং তাহাদের কারবারে বরকত নাযেল করেন। পক্ষান্তরে যখন তাহারা বিশ্বাস ঘাতকতায় লিপ্ত হইয়া যায় তখন হইতে উক্ত সাহায্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া যায়। এই হাদীসে পরস্পর মিলিত হইয়া কারবার করার জন্য মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।—অনুবাদক)

৯৪) হযরত সাইব মখ্যূমী (রাযি.) কর্তৃক

انه كان شريك النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل البعثة فجاء

বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে

www.ahlehadeethbd.org

কারবারে তাঁহার শরীক ছিলেন। অতঃপর মক্কাবিজয় দিবসে রসূলুল্লাহ যখন মক্কায় শুভাগমন করিলেন। আর আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল, তখন আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, হে আমার ভ্রাতা এবং আমার অংশীদার! তোমাকে (জানাইতেছি) মারহাবা।—আহমদ, ইবনে মাজাহ ও আবুদাউদ।

يوم الفتح فقال مرحبا باخى وشريكى

৯৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি, আম্মার এবং সা'দ পারস্পরিক একতাবদ্ধ হইলাম যে, বদর দিবসে যাহা উপার্জন করিব তাহাতে আমরা সকলেই সরীক থাকিব।—হাদীসের শেষাংশ এই যে, অতঃপর সা'দ দুইটি কয়দী নিয়া আসিলেন আর আমি ও আম্মার কিছুই পাইলাম না।—নাসায়ী প্রভৃতি।

قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر—الحديث فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء

৯৬) হযরত জাবের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি খয়বরের দিকে গমনের ইচ্ছা করিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি (দঃ) আমাকে বলিলেন, দেখ, তুমি যখন খয়বরে আমার উকীলের (ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি) নিকট গমন কর তখন তাহার নিকট হইতে পনর অসক গ্রহণ কর।—আবুদাউদ, তিরমীযি ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال اذا اتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا

৯৭) হযরত উরওয়া বারেকীর (রাযি) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে একটি দীনার প্রদান করতঃ কুরবানী ক্রয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন।—বুখারী অন্য হাদীসের মধ্যে এই অংশটুকু রেওয়ায়ত করিয়াছেন। পূর্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعثه بدينار ليشترى له اضحية الحديث

৯৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হযরত উমরকে (রাযিঃ) যকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন—শেষ পর্যন্ত। —বুখারী ও মুসলিম।

قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمر على الصدقة الحديث

৯৯) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রেওয়ায় করিয়াছেন, যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ৬৩টি উট যবাহ করিলেন এবং হযরত আলীকে (রাযিঃ) অবশিষ্ট উট যবাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন—শেষ পর্যন্ত।—মুসলিম।

كان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نحر ثلاثا وستين وامر عليا رضى الله تعالى عنه ان يذبح الباقى

১০০] হযরত আবু হুরায়রার [রাযিঃ] বাচনিক ব্যভিচারীর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম [দঃ] বলিলেন, হে উনায়স, তুমি প্রাতে সেই স্ত্রীলোকটির নিকট গমন করিও। যদি সে ব্যভিচারের স্বীকৃতি প্রদান করে তাহাহইলে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিও—শেষ হাদীস পর্যন্ত।—বুখারী ও মুসলিম।

فى قصة العسيف قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاغد يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها

www.ahlehadeethbd.org

পবিত্র কোরআন

—সয়ফুল ইস্‌লাম মোঃ শফীউদ্দীন

হে মহান বাণী পবিত্র কোরআন, অসীম মহিমা তব
তোমারে সম্মান দানি' এ শকতি নাহি যে আমার;
স্রষ্টার মহান বাণী তুমি, বেহেস্তের তুমি অবদান,
মহাশক্তি, মহা জ্যোতিঃ—আল্লার ফরমান।

মহান খোদার নবী 'অহি' প্রাপ্ত আদর্শ মানব
লভিল তোমায় অগো, অনাবিল জোতিরূপে;
জুল্‌মাতের অন্ধকার নাশি,' যুগ যুগ ধরি তুমি
দেখায়েছ সোজাপথ নিখিলের তরে।

তোমারে জঁপিছে সদা মনে মুখে কত পুণ্যবান।
নিখিল মুক্তির লাগি তুমি পথ প্রদর্শক;
ধুলির ধরায় তুমি বেহেস্তী ফরমান;
সর্ব শ্রেষ্ঠ ন্যায়নিষ্ট বিধির বিধান,
সর্ববিধ সমস্যায় চুলচেরা সুষ্ঠু সমাধান।

সৎ ও অসতে তুমি করেছ প্রভেদ,
চিনায়েছ হালাল হারাম;
হে মহান পবিত্র কালাম!
লহ লহ সহস্র ছালাম।
বাঁধিয়াছ সকলেরে এক সূত্রে তুমি, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে
আমীর ফকিরে তুমি বসায়েছ একই আসনে;
একই আল্লার বান্দা বানায়েছ সকলের তরে;
তুলে দিছ ভেদাভেদ বাদ্‌শাহ্‌ ফকিরে;
ধনিকের ধনৈশ্বর্য্য বেঁটে দিছ গরীবের তরে,
দানিয়াছ অধিকার অনাথ এতীমে,—বঞ্চিত করোনি কারে,
বান্দারে করেছ মুক্ত চিরবন্দী হতে;
—ভেঙ্গে দিছ দাসত্ব শৃঙ্খল।

শান্তির দাওয়াত তুমি দানিয়াছ প্রতি ঘরে ঘরে।
অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার তরে দানিয়াছ বাহুবল
তলোয়ার তুলে দিছ হাতে,—অন্যায়ে রোধিতে।
হৃদয়ে দিয়েছ তুমি দুর্জয় সাহস, মুক্তি যুদ্ধে জিনিবারে;
শহীদের বাড়ায়েছ মান;—ধন্য তুমি আল্লার ফরমান।

* * * *

আল্লাব এ মহাদানে যাহারা করিছে অস্বীকার
ন্যায়নিষ্ট বিধির বিধান যাহাদের মনপুত নয়;
তুচ্ছ জ্ঞানগর্বে মেতে ভাঙ্গিতে চাহিছে যারা
—বিধি দত্ত নিয়ম শৃঙ্খল;
কল্পনার জাল বুনে আকাশে পাতিছে যারা ফাঁদ।
যাহাদের দৌরাত্মের রথচক্র তলে,
—রক্তে রক্তে ব্যথিতের কাঁদে ফরিয়াদ।
অন্যায়ের হস্ত যারা প্রসারিত করে'
ধরাকে ধরিতে চাহে মুঠোর ভিতরে;
—তাহাদের ই মনগড়া স্বার্থান্বেষী আইন কানুন,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, ধ্বংসকরী দাবাগ্নির প্রায়
—আনিয়াছে ডেকে বিপর্যয়।

www.ahlehadeethbd.org

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস

—আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

খৃষ্টান মিশনারীদের ন্যায় আমাদের দেশের আর্য সমাজ পন্থীরাও পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারের দ্রুতগতি সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। আর নিজেদের অজ্ঞতার ফলেই হোক কিংবা ধর্ম বিদ্বেষের ফলেই হোক ইহার মুখ্য কারণ হিসেবে কখনও সুলতান মাহমুদ গজনভীর তরবারীর আর কখনও আলমগীর আওরঙ্গযেবের অত্যাচারের (?) কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত কথা হল এই যে, কোন মুসলমান বাদশাহের তরবারীর ঝঙ্কার অথবা গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতার ফলে পাক-ভারতে ইসলাম প্রসার লাভ করেনি আর তা কোন দিন সম্ভবও নয়। কারণ ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর দ্বারা মানুষের বশ্যতা অর্জন করা যেতে পারে বটে, কিন্তু তার অন্তর-রাজ্যে সিংহাসন গেঁড়ে বসা যায় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে পাক-ভারতে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল কতকগুলি অতি স্বাভাবিক কারণেই। একজন খাঁটী ঐতিহাসিকের নজর দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, দুনয়ার আর দশটি ধর্ম ধরাপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে যে-সব কারণে প্রসার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে ঠিক সেই সব কারণেই ইসলাম পাক-ভারতে প্রসার লাভ করেছে। আমরা নিম্নে ইহার কয়েকটী বিশেষ কারণের কথা উল্লেখ করছি :—

(১) পাক-ভারতে ইসলাম দ্রুত প্রসারের একটী অতি পুরাতন ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ হল আরব ও ভারতীয় হিন্দুদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতে আরব ও ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে মধুর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আরব ব্যবসায়ীরা এ দেশে রোম দেশের বাণিজ্যিক পণ্য ও আরব দেশে প্রস্তুত পশমী দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে নিয়ে আসত আর এদেশে হত মশলা, সুগন্ধি দ্রব্য, তলওয়ার ও কাপড় নিয়ে যেত। ইসলামের আবির্ভাবের পরও এ মধুর সম্পর্ক যথারীতি বিদ্যমান থাকল। শুধু তফাৎ ছিল এই যে, এখন থেকে আরব ব্যবসায়ীরা উপরে উল্লিখিত বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে সাথে আর একটী নুতন পণ্য সঙ্গে নিয়ে আসতে লাগল আর এখান থেকে যাবার সময় মশলা ও সুগন্ধি দ্রব্যের সাথে সাথে আর একটী নূতন পণ্যও নিয়ে যেতে লাগল। বলা বাহুল্য, যে নূতন পণ্য তারা সাথে আনতে লাগল তা হল স্বয়ং বিশ্ব-প্রভুর কারখানায় তেরী "মুহাম্মদী ট্রেড মার্কা" দওলতে ঈমান। আর যে নূতন পণ্য ওরা এ দেশ হতে নিয়ে যেতে লাগল তা হল দওলতে ঈমানের খরিদ্দার নব মুসলিম। মালাবার, সিন্ধু, গুজরাট ও বাংলা দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা এ সব ব্যবসায়ীকে যে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিল এবং যেমন আগ্রহ সহকারে এদের আমদানী কৃত নূতন পণ্য খরিদ করেছিল আরবদের পর্যটন বিবরণী ও বিভিন্ন ভূগোল গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। মালাবারে আজও "মোগলা" ও "নাওয়ায়েত" নামক যে দুটি গোত্র দেখতে পাওয়া যায় তারা সেই পুরাতন আরব ব্যবসায়ীদের স্মৃতি বহন করছে। প্রকৃতপক্ষে এরাই পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারের সর্ব প্রথম ও সর্ব পুরাতন মিশনারী। এরা ইসলাম প্রচারের কাজ এমন ধীরস্থির, শান্ত ও সূক্ষ্ম উপায়ে আঞ্জাম দিয়েছিল যে, তা দেখে শুধু খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণই নয় বরং খোদ খৃষ্টান মিশনারীগণ তাঁদের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন। ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় পথ হল সিন্ধু প্রদেশ। বহু পুরাকাল হতে এ প্রদেশ ইরাণের বাদশাহের বিহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। এদের সৈন্য বিভাগের অধিকাংশ লোকই ছিল জাট আর মেডী সম্প্রদায়ের লোক। ইরাণ মুসলমানদের পদানত হওয়ার পর ইরাণী বাদশাহদের উত্তরাধিকার স্বরূপ সিন্ধু দেশের সহিত মুসলমানদের সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। সেই সময় হতে সিন্ধু-বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসেমের যুগ পর্যন্ত ইরাক ও সিন্ধুর মধ্যে একাধিকবার জয়-পরাজয় ঘটেছে ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাসেম শেষ বারের মত সিন্ধু বিজয় করেন। মুহাম্মদ বিন কাসেমের এ বিজয় বেলুচিস্তান ও করাচী থেকে নিয়ে মুলতান পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল বটে কিন্তু এক শত বছরের অধিক টিকে নি। পক্ষান্তরে ইসলামের বিজয় পুরাদস্তর পূর্ববৎ ছিল আর আজও তা অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে।

ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশের তৃতীয় পথ হল খাইবার পাশ। ইসলামের আবির্ভাবের চারশত বছর পর এপথ দিয়েই সুলতান মাহমুদ গজনভী ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

আর্য সমাজের একদল লোক আজও একথা প্রচার করে থাকেন যে, এ উপমহাদেশে বর্তমানের ন্যায় আদি যুগেও বৈদিক ধর্মনামে ব্রাহ্মণ মতবাদ এ দেশের প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অপরিহার্য ধর্ম বলে বিবেচিত হত। এ উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের উত্থান একই সঙ্গে আরম্ভ হলেও বৌদ্ধ ধর্ম পুরোপুরী নিশ্চিহ্ন হতে যুগ যুগান্তরের প্রয়োজন হয়। আরব দেশ হতে মুসলমানগণ মালাবার, সিংহল, সিন্ধু, ইত্যাদি দেশে আগমন করলে পর তাঁদের সংঘর্ষ হয়ে ছিল বৌদ্ধ আর জৈন মতাবলম্বীদের সাথে—বৈদিক ব্রাহ্মণদের সাথে নয়। আলোচ্য সময় তুর্কীস্থান হতে কাবুল আর পাঞ্জাব হতে কাশ্মীর পর্যন্ত বৌদ্ধ এবং গুজরাট ও সামুদ্রিক অঞ্চলগুলিতে জৈন মতাবলম্বীদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। মাদ্রাজ ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতেও ব্রাহ্মণ সমাজের লোক খুব বেশী ছিল না। এ সব জায়গায় যারা বাস করত তাদের অধিকাংশই ছিল ভারতের সেই সব আদিম অধিবাসী—যাদেরকে খাইবার পাশ দিয়ে আগত গর্বিত ব্রাহ্মণেরা "হিন্দুস্তান" (উত্তর ভারত) হতে বিতাড়িত করেছিল। (১)

ইলিয়ট সাহেব আরব পর্যটক ও ভৌগলিকগণের বিবরণের সহিত চীনা পর্যটকদের বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন।

পাক ভারত উপমহাদেশে ইসলাম সর্ব প্রথম দক্ষিণ ভারতেই প্রবেশ করেছিল। কথিত আছে যে, মালাবারের রাজা স্বচক্ষে "শক্কুল-কামার" অর্থাৎ দ্বিখণ্ডিত চন্দ্রের অলৌকিক কীর্তি অবলোকন করেন এবং ইহার কারণ জানবার জন্য দেশ-বিদেশে লোক প্রেরণ করেন। অবশেষে তিনি জানতে পারেন যে, আরব দেশে এক নূতন পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁরই মু'জেযা স্বরূপ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এতদশ্রবণে তিনি নবাগত পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ মুসলমান হয়ে যান। এক রেওয়ায়তে বলা হয়েছে যে, তিনি আঁ হযরতের দর্শন লাভের জন্য আরব দেশে গমন করেন এবং আঁ হযরতের জীবদ্দশাতেই আরবে পৌঁছে যান। অন্য রেওয়ায়তে বলা হয়েছে যে তিনি যখন আরব দেশে পৌঁছেন তখন হযরত আবু বকরের (রঃ) খেলাফতের যুগ। সে যাই হোক, কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করার পর সম্ভবতঃ তিনি সমুদ্র পথে দেশে ফিরছিলেন। ইয়ামানে পৌঁছার পর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তথায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মাদ্রাজ, মালাবার ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ভারতের যে সব আদি অধিবাসী বসবাস করেন তাহারা সাধারণ হিন্দু হতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের মধ্যে পৌরাণিক অসভ্যতা ও বর্বরতার বহু নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মণগন তাঁদেরকে খুব জঘন্য ও অস্পৃশ্য মনে করে থাকেন। "তুহফাতুল মুজাহেদীন" নামক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন উচ্চ বংশের হিন্দু তাদেরকে স্পর্শ করে তা হলে গোসল না করা পর্যন্ত তার আহার্য

(১) ইলিয়টঃ ভারতের ইতিহাস ১ম খণ্ড; ৫০৪—৫০৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গলধঃকরণ করা চলবে না। কিন্তু যদি দৈবক্রমে গোসল করার পূর্বেই আহার্য ভক্ষণ করে তা হলে সমাজপতি শাস্তি স্বরূপ তাকে কোন নীচ বংশোদ্ভূত হিন্দুর হাতে বিক্রি করে দেয় এবং তার জীবনের শেষ দিন কয়টী তাকে দাস হিসাবেই অতিবাহিত করতে হয়। এ শাস্তির হাত হতে অব্যাহতি পাওয়ার একটী মাত্র উপায় ছিল। তা হল জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করে দেশান্তরী হওয়া। মানবতার পরিপন্থী হিন্দু ধর্মের কলঙ্ক এ জাত-বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার মনোভাব আজও মাদ্রাজ ও মালাবার প্রভৃতি স্থানে পূর্ববৎ বিদ্যমান আছে। তাই মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ ও নন ব্রাহ্মণের লড়াই আজও চল্‌ছে পুরাদমে।

উল্লিখিত আদি হিন্দুদের বর্বরতার আর একটি নিদর্শন হল এই যে, তাদের মধ্যে একাধিক স্বামী গ্রহণের প্রথা এখনও বিদ্যমান। একই সময় একাধিক স্বামীর মনোরঞ্জন করা এ গরীব অবলাদের অপরিহার্য কর্তব্য। আলোচ্য কুপ্রথার উল্লেখ আমরা উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবি মীর খসরু ও মীর জামালুদ্দীন হুসাইনের কবিতায় দেখতে পাই।

ফল কথা এই যে, বাণিজ্যপোলক্ষে এ উপমহাদেশে মুসলিমদের আগমনের ফলে উপরোল্লিখিত নির্যাতিত ও উৎপীড়িত সম্প্রদায় সমূহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মুসলমানদেরকে আল্লাহর রহমত বলে বিবেচনা করতে আরম্ভ করল। পক্ষান্তরে মুসলমানেরা এ সব উৎপীড়িতের সাথে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এরা নির্বিচারে ছোট জাতের হিন্দুদেরকে ঘর-বাড়ীর কাজ কর্ম সমাধা করার জন্য চাকুরীতে নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন।

এদের অনেকের সাথে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হতে আরম্ভ করলেন। ফলে নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও সমাজ বহির্ভূত হিন্দু দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল। স্থানীয় হিন্দুরা যখন দেখল যে, নব দীক্ষিত মুসলমানেরা বহিরাগত মুসলমানদের সহি সমান অধিকার ভোগ করছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তারা ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ অবস্থা বেশী দিন চল্‌তে পারল না। অতি আকস্মিকভাবে এ সব এলাকা পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ল। পর্তুগীজেরা এ সব এলাকায় স্বীয় আধিকার স্থাপনের পর সর্ব-প্রথম সমুদ্র পথে আরবদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দিল। মিসর ও তুর্কীদের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করল। ফলে, পর্তুগীজ অধিকারের পর হতে এ সব স্থানে ইসলামের পরিবর্তে খৃষ্টধর্মেরই প্রসার লাভ হল। এই সব কারণেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এ সব এলাকায় খৃষ্টানের সংখ্যা অতি অধিক। আর ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে ত' শত করা নিরানব্বই জনই খৃষ্টান। এ উপমাহাদেশের পশ্চিমাংশের সমুদ্রপোকুল এলাকা সমূহে আরবী ব্যবসায়ীরা যখন ইসলাম প্রচারের কাজে লিপ্ত ছিলেন তখন যদি আকস্মিকভাবে পর্তুগীজদের আক্রমণ না হয়ে থাকত তা হলে ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন, মালাবার প্রভৃতি এলাকায় আজ শত করা একশ জন মুসলমান বসবাস করত।

নিম্নে আমরা মালাবারের একমাত্র ইতিহাস "তুহফাতুল মুজাহেদীন" হতে কয়েকটী উধৃতি পেশ করছি যদ্বারা এ সব এলাকার তৎকালীন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে ঃ

"হিন্দুস্তানের পশ্চিম সীমানার বন্দর সমূহে বিভিন্ন দেশ হতে বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী এসে থাকেন। এর ফলে বহু নূতন শহর গড়ে উঠেছে। আর মুসলমানদের ব্যবসায়ের ফলে এ সব শহরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে এবং অসংখ্য দালান-কোঠা নির্মিত হয়েছে। এখানকার সর্দার ও রাজা মুসলমানদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ প্রদর্শন করেন না যদিও সর্দার ও তাঁর সেপাইরা মূর্তিপূজক।" পক্ষান্তরে তাঁরা মুসলমানদের ধর্ম ও জাতীয় আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। মুসলমান ও পৌত্তলিকদের এ সৌহার্দপূর্ণ মিলনে এ জন্য আশ্চর্য বোধ হয় যে, এ সব এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা দশ ভাগেরও কম।"

(১) তারিখ ফেরেশ্‌তা, ২য় খণ্ড, ৩৭৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উপরের উধৃতি দ্বারা একথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, সে যুগে মুসলমানদের ব্যবসায়ীদের দ্বারা এসব এলাকার কি পরিমাণ অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

উল্লিখিত পুস্তকের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে।

"মোটের উপর মালাবারের হিন্দু রাজাগণ মুসলমানদের সহিত সম্মানজনক আচরণ দেখিয়ে থাকেন। কারণ তাদের রাজ্যে বহুল পরিমাণে নগর ও শহর গড়ে উঠার মূলে হচ্ছেন এ সব মুসলমান ব্যবসায়ী।"

উপরোক্ত উধৃতি দ্বারা আমরা এ কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি যে, হিন্দু রাজাগণ কেন আরব ব্যবসায়ীদের এত সম্মান করতেন আর কেনই বা তাঁরা কোন রকম শুল্ক আরোপ না করে আরব ব্যবসায়ীদের জন্য স্বীয় রাজ্যের "মার্কেট" সদৃহ খোলা রেখেছিলেন।

তুহফাতুল মুজাহেদীনের আর এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে ঃ—

"নায়ের সম্প্রদায়ের লোকজনেরা স্বীয় গোত্রের যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করত তাদের ধর্মান্তরের পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করত না অথবা তাদেরকে শাসাইতও না। পক্ষান্তরে তারা নব মুসলমানদের সাথে এমন ব্যবহার করত ঠিক যেমনকী করত সুদূর আরব হতে আগত মুসলমানদের সাথে।"

উল্লিখিত ঐধৃতি দ্বারা নিম্ন বংশের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণ আরও স্পষ্টতর হয়ে গেল। কারণ বাপ দাদার ধর্ম পরিহার পূর্বক যারাই অন্য ধর্ম অবলম্বন করেছে, দুনিয়ার ইতিহাস শাক্ষ্য বহন করছে যে, তাদেরকে স্বজাতির হাতে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হতে হয়েছে এবং আজও তা হতে হয়। তাই পিতৃ-ধর্ম ত্যাগ করার পর যারা স্বজাতি কর্তৃক উচ্চ-বংশীয় লোকদের প্রাপ্য সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে তারা যে দলে দলে নব ধর্মে দীক্ষা লাভ করবে তাতে আর আশ্চার্যের কি আছে? আরব ভৌগলিক ও পর্যটকগণ ভারতবর্ষের শুধু সে সব স্থানের বিবরণ দান করেছেন যে সব স্থান তাঁদেরকে সমুদ্র পথে গমনাগমনের সময় অতিক্রম করতে হত। আরব ব্যবসায়ীগণ পারস্য উপসাগরের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র বসরা হতে সিন্ধু দেশে আসতেন। সেখান থেকে সমুদ্রের উপকুল দিয়ে কোকন ও গুজরাটের সমুদ্রপোকুল ভেদ করে মাদ্রাজে পৌঁছতেন। এখান থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাঁরা বঙ্গ ও আসাম অতিক্রম করে চীন অভিমুখে যাত্রা করতেন। যাত্রা পথে কখনও কখনও তাঁরা মালদ্বীপ, সিলং, জাভা ও সুমাত্রা প্রভৃতি উপদ্বীপেও গমন করতেন। এ সব ব্যবসাকেন্দ্রই কালক্রমে তাঁদের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আরব ভৌগলিক ও পর্যটকগণ সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত সমুদ্রপোকুলবর্তী তদানীন্তন বহু রাজা ও রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ সব নাম আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে পড়েছে। যে সব কারণে উল্লিখিত নামগুলির কোন হদিস খোঁজে পাওয়া যায় না তন্মধ্যে হিন্দী নামের আরবী উচ্চারণ প্রধানতঃ দায়ী বলে মনে হয়। তা ছাড়া যুগ যুগ ধরে এ সব হস্তলিপির নকলের পর নকল যে উক্ত বিকৃতির জন্য কম দায়ী সে কথাও বলা চলে না। কথায় বলে "সাত নকলে আসল খাস্তা।" নিম্নে আমরা এমন কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করছি যার উল্লেখ আরব ভৌগলিক ও পর্যটকগণের প্রায় সকলেই করেছেন ঃ—

বলাহ্‌রা—জুয্‌র—তাফেন ঃ বলাহ্‌রা ঃ ইহার প্রকৃত রূপ ছিল বলভ্‌রায়। ইহা মালয়-এর শাসকবর্গের খান্দানী নাম ছিল।

জুয্‌র ঃ গুজ্‌রাটের আরবী অপভ্রংশ।

তাফেন ঃ এ সম্বন্ধে আরব ভৌগলিকগণ যেসব বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিখ্যাত ফ্রান্স ঐতিহাসিক রিনাও (REINAUD) বলেছেন যে, এটা 'আওরঙ্গ আবাদের' নাম। কিন্তু "আওরঙ্গ আবাদ" কি করে "তাফেন" হল সে সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্যই করেন নি। আমাদের মতে শব্দটী "তাফেন" নয় "তাকেন"। আরবী ভাষায় ف ও ق এর মধ্যে শুধু মাত্র একটি বিন্দুর তফাৎ। রিনাও সাহেব নিজেও তাকেন নামের উল্লেখ করেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

শায়খুল্-ইছলাম ইমাম-ইব্‌নে তায়মিয়াহ (রঃ)

আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন—বাসুদেবপুরী

প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ ও প্রখ্যাতনামা ফকিহ্, হযরত ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়াহ শিক্ষিত জন সমাজে সুপরিচিত। আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী পাঠকগণের খেদ্‌মতে উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেছি।

এই স্বনাম ধন্য পুরুষের নাম আহমদ বিন্ আবদুল হালীম বিন্ আবদুছ্‌ছালাম। উপ নাম আবুল্ আব্বাছ, তাকিউদ্দীন তাঁহার জনপ্রিয় উপাধি এবং ইব্‌নে তয়মিয়াহ্ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতামহ মুহাম্মদ বিন্ খেযেরের মাতার নাম তায়মিয়াহ্। তিনি অতি শিক্ষিতা ও বিদূষী মহিলা ছিলেন। ইঁহারই নামের সহিত সম্বন্ধ জুড়িয়া লইয়া ইমাম ছাহেব ইব্‌নে তায়মিয়াহ নাম ধারণ করেন। ইব্‌নে তায়মিয়ার পিতা ও পূর্ব-পুরুষগণ দামেস্ক নগরীর অন্তর্গত হর্‌রান নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শিক্ষা দীক্ষা ও মান মর্যাদার দিক্ দিয়া তাঁহার বংশ যথেষ্ট-খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি নাম্‌যাদা আলেম ও ফাযেলরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়া ৬৬১ হিজরীর রবিউল আউওয়াল্ মাসে (১২৬৩ খৃঃ) দামেস্কের নিকটবর্তী হাররান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, সেই সময় দুর্দ্ধর্ষ তাতারী সৈন্য বাহিনী হাররানে আসিয়া উপস্থিত হয়, ফলে তাঁহার পিতা অত্যন্ত বিপন্ন ও অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন এবং পরিবার বর্গ ও আবশ্যকীয় আস্‌বাব পত্রাদি ও গ্রন্থসমূহ সঙ্গে লইয়া দামেস্কে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন হইতেই তিনি দামেস্কে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়া দেন।

ইব্‌নে তায়মিয়াহ অত্যন্ত মেধাবী ও স্মৃতি-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যে সময় তিনি মাদ্রাছায় অধ্যয়ন করেন, সেই সময় হলবের জনৈক শায়খুল্ হাদীছ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এগারটি হাদীছ লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। ইমাম ছাহেব উক্ত লিখিত হাদীছ গুলির প্রতি একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া পরক্ষণেই উহা মুখস্থ আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া দেন। পুনরায় কতিপয় হাদীছের ছনদ বা সূত্র লিখিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয়, এইবারও তিনি উক্ত ছনদগুলির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবিকল সেই ভাবে শুনাইয়া দেন। শায়খ্ তাঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়েন।

অতি অল্প বয়সেই তিনি কোরআন, হাদীছ, ফেক্‌হ, আদব, ফলছফা প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রভূত

অতএব "তাকেন" দাকেন অর্থাৎ দাকান (Decan) এরই অপভ্রংশ।

আরব পর্যটকগণ উল্লিখিত স্থান সমূহের মধ্যে সব চেয়ে বেশী উল্লেখ করে থাকেন বলাহ্‌রা বা বল্‌ভ রায়ের। তাঁরা মহাঙ্গীর নামক এক স্থানকে বলভ্ রায়ের রাজ্যের রাজধানী বলে উল্লেখ করে থাকেন। এই রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত বন্দর হিসেবে তাঁরা "কুমকুম" নামক এক স্থানের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমাদের যতদূর মনে হয় "কুমকুম' শব্দটি বর্তমান কুকন-এর অপভ্রংশ।

আরব পর্যটকদের মধ্যে যাঁদের পর্যটন বিবরণী আমাদের হস্তগত হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন ইরাকের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পর্যটক সুলায়মান সয়রাফী। মওসুফ তাঁর বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে। ফ্রান্সের ঐতিহাসিক রিনাও উক্ত পুস্তকখানা "ইতিহাস সিরিজ" নামে প্রকাশ করেছেন। মওসুফ পুস্তকখানা ফ্রান্স ভাষায় অনুবাদ করে উহাতে টীকা টিপ্পনীও সংযোজিত করেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

জ্ঞানার্জন করেন। ফেক্‌হ এবং উছুল্ শাস্ত্র তাঁহার পিতা ও শায়খ শামছুদ্দীনের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইব্‌নে আবদুল কাবী'র নিকট আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সহধ্যায়ীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তদানীন্তন বিখ্যাত আয়েম্মায়ে হাদীছগণের নিকট হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক প্রভূত যশো-গৌরবের অধিকারী হন। ইব্‌নে আবদুল হাদীর বর্ণনামতে ইমাম ছাহেবের হাদীছ শাস্ত্রের শিক্ষকগণের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক। তাঁহার জীবনী গ্রন্থে যে স্থানে তাঁহার শিক্ষকগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তথায় যয়নাব নাম্নী জনৈকা আলেমা ও ফাযেলা বিদুষী মহিলার নাম পরিদৃষ্ট হয়। হাদীছের মতন ও ছনদগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোরআন্ মজিদ সম্পূর্ণ হেফ্‌য করিয়া লইয়া ছিলেন। আল্ জম্‌উ বায়নাছ্‌ছহিহায়ন" (الجمع بين الصحيحين) হাদীছ গ্রন্থখানি তাঁহার সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি এতই প্রখর ছিল যে, যখন যে শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি মনোনিবেশ করিয়াছেন, অত্যল্প কাল মধ্যে তাহাতেই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনা করিয়াছেন। বিদ্যা ও সম্মানের এতদূর অধিকারী হইয়াছিলেন যে, বহু বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বিগত চারি শত বৎসরের মধ্যে ইব্‌নে তায়মিয়ার ন্যায় প্রতিভাবান আলেম আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইবনে তায়মিয়াহ যেই হাদীছ অবগত নহেন, তাহা হাদীছই নহে। তিনি যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন কোন গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরিকে তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বিদ্যা চর্চা ও বিদ্যার আলোচনায় তাঁহার এতদূর প্রগাঢ় আসক্তি ছিল যে, বন্দীশালায় অবস্থান কালীনও তিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলন কার্য হইতে বিরত হন নাই।

ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়ার স্বনাম ধন্য পিতা বিভিন্ন শিক্ষাগারে শিক্ষাদান করিতেন। ৬৮২ হিঃ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর ইব্‌নে তাহমিয়ার উপর শিক্ষাদানের ভার অর্পিত হয়। তিনি দামেস্কের বিখ্যাত জামে' মস্‌জিদে কোরআনের তফ্‌ছির শিক্ষা দান করিতে থাকেন এবং তথাকার দারুল হাদীছের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষাগারে ছাত্রগণ ব্যতীত বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইত। অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর লোক তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতে থাকেন।

৬৯০ হিজরী সালে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কাযিউল্-কোযাৎ (চীফ্ চাষ্টিস্) পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়, তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নির্দিষ্ট কার্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা পছন্দনীয় মনে করেন নাই। সেই সময়ে বিদ্‌আতীগণের তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে বিদ্‌আতের প্রসার লাভ করায় তাহার গতিরোধ ও মূলোৎপাটন করা এবং মুসলমানগণের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়া এই মহৎ কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি প্রতি শুক্রবারে জুম্‌আর নমাযান্তে দরছে কোরআন দ্বারা বিদ্‌আত ও কুসংস্কার সমূহের প্রতিবাদে অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করিতে থাকেন এবং ছল্‌ফে ছালেহিনগণের ছহি আকিদা ও তরিকা উপস্থাপিত করেন। তাঁহার এই সংস্কারমূলক কার্য বিদ্‌আতী হিংসান্ধগণের অন্তর বিদগ্ধ করিয়া তোলে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অপরিণামদর্শী বিদ্‌আতীর দল তাঁহার বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র ও তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। সুখের বিষয় সেই সময় বড় বড় শায়খ্ ও বিদ্বান তাঁহার পক্ষ সমর্থন করায় বিরুদ্ধবাদীগণ কৃতকার্য হইতে সক্ষম হয় নাই।

তিনি ৬৯১ হিঃ সালে পবিত্র হজ্জব্রত সম্পন্ন করেন।

কোন এক সময়ে ইমাম ছাহেবের নিকট আকায়েদ সম্বন্ধীয় একটী ফত্‌ওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। তদুত্তরে তিনি প্রচলিত আকায়েদ-মধ্যে অশুদ্ধ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া পূর্ববর্তী উলামাগণের ছহি ও বিশুদ্ধ মতবাদগুলি প্রকাশিত করেন। এই ফতৃওয়া খানিকে আকিদায়ে হামবিয়া (عقيدة حموية) বলা হইয়া থাকে। এই ফতৃওয়াকে উপলক্ষ করিয়া ৬৯৮ হিঃ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইমাম ছাহেবের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার জন্য যাহাদের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়া ছিল, সেই হিংসান্ধের দলই এই আন্দোলনের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা আকিদা হামবিয়ার বিভিন্নমুখী কদার্থ প্রচার করিয়া উলামা ও ফোকাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। এই আন্দোলনে কাযী জালাল উদ্দীন হানাফীও তাহাদের সহিত যোগদান করেন।

এক বার ইব্নে তায়মিয়ার বিরুদ্ধবাদীগণ সদল বলে দারুল্-হাদীছে গিয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদের সহিত বাহাছ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করে। ইমাম ছাহেব তাহাদের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সাক্ষাত দানে বিরত থাকেন এবং লিখিত ভাবে জানাইয়া দেন যে, আকায়েদ সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় বিচারকরূপে ফয়ছলা করিবার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রাধিপতি ব্যতীত অপর কাহারও কোন নাই। তাঁহার এবম্বিধ উত্তরে কাযী জালাল উদ্দীন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ফতৃওয়া প্রচার করিয়া দেন যে, ইবনে তায়মিয়াহ যে আকিদা ও মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা ছহি ও দুরস্ত নহে।

বিরুদ্ধবাদীগণ পূর্ব হইতেই গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এক্ষণে কাযী ছাহেব প্রদত্ত ফতৃওয়া অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু দামেস্কের তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধি (نائب سلطنت) ইব্নে তায়মিয়ার ছহি আকিদা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকায় তিনি বিরুদ্ধবাদীগণের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন।

অতঃপর কাযী ইমামুদ্দীন শাফেয়ীর উপস্থিতিতে এক বিরাট সম্মেলন আহূত হয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ উক্ত সভায় আকিদা হামবিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহার অর্থপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ছহি আকিদা সম্বন্ধে অবহিত হন এবং সকলে একবাক্যে তাঁহাকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। উক্ত সভায় কাযী ইমামুদ্দীন ঘোষণা করিয়া দেন যে, যদি কেহ ইব্নে তায়মিয়ার আকিদা সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপিত করিতে প্রয়াস পায় তাহাহইলে তাহার প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করা হইবে। এই ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর হইতে এই ফেৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

কায়রো নগরে নছরুল মনজাবী নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি অহ্দাতুল ওজুদ (অদ্বৈতবাদ) মতবাদের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ তাঁহার নিকট এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে তাঁহার আকিদার প্রতিবাদ বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছিল। নছরুল মনজাবী পত্রখানি পাঠ করিয়া ইবনে তায়মিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবী ও অবাস্তব ঘটনা রটাইয়া তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার বিদআতী বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। কাযী ইবনে মখলুফ মালেকী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিগণও এই আন্দোলনে নছরের সহিত যোগদান করেন। বিখ্যাত আমির উমারা ও বিশিষ্ট রাজক্ষমতাসীন ব্যক্তিদিগকে তাঁহারা নিজ পক্ষভুক্ত করিবার জন্য নানারূপ কুমন্ত্রণায় প্রভাবান্বিত করিয়া বিশ্বাস জাম্মাইয়া দেন যে, ইবনে তায়মিয়াহ মুহাম্মদ বিন তুমার্তের ন্যায় একটী পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই প্রকারে তাহারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় বিধ আন্দোলন চালাইয়া জনসাধারণ ও বিশিষ্ট উলামা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এবং ক্ষমতাসীন রাজ-কর্মচারীদিগকে এই আন্দোলনে যোগদান করাইতে সমর্থ হয় এবং চতুর্প্রান্তে গগণ ভেদী চিৎকার সমুত্থিত হয়। অবশেষে রাজদরবার হইতে দামেস্কের রাজ প্রতিনিধির প্রতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদেশ প্রদত্ত হয় যে, ইবনে তায়মিয়ার আকায়েদ সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রেরণ করা হউক। রাজ আদেশ প্রতিপালন হেতু কয়েকটী বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত উলামা, ফোকাহা ও কাযীগণ সকলেই সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভায় আকায়েদ সম্বন্ধে ইমাম ছাহেবের সহিত তর্ক—মোনাযারা উপস্থিত হয়। তিনি বিপক্ষগণের প্রতিবাদে এবং তাহাদের প্রশ্নোত্তরে এমন সুযুক্তিপূর্ণ দাঁত ভাঙ্গা উত্তর প্রদান করেন যে, উপস্থিত জন মণ্ডলী তাঁহার আকিদা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, ছলফে ছালেহিনগণ যে আকিদায় আস্থাবান ছিলেন, ইবনে তায়মিয়াহ প্রকৃতপক্ষে সেই আকিদাই পোষণ করেন। অতঃপর রাজদরবার হইতে ফরমান জারী করা হয় যে, ইবনে তায়মিয়ার প্রতি যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহা সর্বৈধ মিথ্যা। সত্যকথা এই যে, তিনি ছলফে ছালেহিন ও আহলে ছুন্নতগণের আকিদাই পোষণ করিয়া থাকেন। ইহার পর হইতে বিপক্ষগণ আর মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় নাই বরং তাহাদের সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া শুধু বিদ্যার্জনের জন্যই যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি একাধারে যেমন যাবতীয় শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন অপরদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুদক্ষ সৈনিক রূপে অসিচালনায় পারদর্শিতা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। অসি ও মশি চালনা ক্ষেত্রে দক্ষতা লাভ হেতু অন্যান্য ইমামগণ হইতে তিনি শ্রেষ্টত্ব অর্জন করেন, ইহা তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন তাঁহাকে এমন যোগ্যতা দান করিয়াছিলেন যে, তিনি শান্তিকালে এবং যুদ্ধ বিগ্রহের অবস্থায় জাতির মূল্যবান খেদমত আনজাম দিতে থাকিতেন। যেই সময় ফিলোসফার ও দার্শনিকগণের প্রভাবে ও ভ্রান্ত প্ররোচনায় জাতির আকিদা বিপথে পরিচালিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল সেই সময় তিনি তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন করিয়া উম্মতে মুসলিমাকে বিপথগামী হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং নির্ভিক চিত্তে জাতির ছহি আকিদা প্রচার ও শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। অতঃপর যেই সময় খারেজী সম্প্রদায় কর্তৃক জাতির উপর নানাবিধ বিপদ বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেই সংকট মুহূর্তে তিনি স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া বীরত্বের সহিত মুসলমানগণের অতুলনীয় খেদমতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

হিজরী ৬৭৮ সালে দুর্দ্ধর্ষ কাযান খাঁ তাতারী শামরাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার মোকাবিলায় মিছরাধিপতি সুলতান নাছের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন এবং কাযান খাঁ হিমসের অধিকার লাভ করেন। এই সংগ্রাম কালীন দামেস্ক নগরী ভীষণ অশান্তির লীলাভূমিতে পরিণত হয় এবং এই সময়ে দামেস্কের মুসলমানদিগকে নানারূপ বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বয়ং কাযান খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শান্তি পত্র লাভ করিতে সক্ষম হন। ইহাতে সাধারণতঃ অশান্তি দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু সৈন্যগণ নগরাভ্যন্তরে লুণ্ঠন কার্য আরম্ভ করিয়া দেয়। তবু এই ভীষণ অরাজকতার মধ্যে ইমাম ইব্নে তায়মিয়া স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া শহরের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করেন এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন।

৬৯৯ হিঃ সালে পুনরায় তাতারীগণ শাম রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইব্নে তায়মিয়া ইহা অবগত হইয়া মুসলমানদিগকে জেহাদে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন এবং শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বীরত্বের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইবার অনুপ্রেরণা দান করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি কাযান খাঁর সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য একটি ডিপুটেশনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং তাহার নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং কাযান খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যেরূপ সাহসিকতার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে কাযান খাঁ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অত্যন্ত সম্মান

www.ahlehadeethbd.org

প্রদর্শন করিতে থাকেন এবং তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশগুলি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া লন। এইবার তাঁহার অপরূপ কর্ম কুশলতা গুণে মুসলমানগণ ধ্বংসের হইতে পরিত্রাণ লাভে করিতে সমর্থ হয়।

এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পর পুনরায় তাতারীগণ শাম রাজ্যের উপর চড়াও করিয়া বসে, মিছরাধিপতি সুলতান নাছের পূর্ব পরাজয় বরণ করা হেতু অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ইমাম ইব্নে তায়মিয়াহ এই সময় ত্বরিত মিছরে উপস্থিত হইয়া ধর্ম যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য জোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেন। তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী ও উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন যে, যাহারা পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি হেতু বলবীর্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের অন্তরে এক অনির্বচনীয় ইন্‌কেলাব সৃষ্টি লাভ করে এবং মুসলমানগণ তাহাদের ঈমানের জোশে জেহাদে যোগদান করিবার জন্য সর্বোতভাবে প্রস্তুত হইয়া যায়। সুলতান নাছের তদীয় সৈন্য বাহিনীসহ শাম রাজ্যাভিমুখে গমন করেন এবং "শাকহাব" নামক স্থানে তাতারী সৈন্যবাহিনীর সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেব এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও শার্দ্দুলের ন্যায় ভীম-বিক্রমে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া আক্রমণ করিতেছেন আবার পরক্ষণেই মুসলিম সৈন্যবাহিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছেন। তাঁহার অনুপমবীরত্ব ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কর্তব্যে অটল ও অবিচল নিষ্ঠা হেতু মুসলমাগণ অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভে সমর্থ হন। তাতারী সৈন্যবাহিনী ভীষণভাবে পর্যুদস্ত ও পরাজিত হইয়া রণভূমি হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়।

অতঃপর কিছরুয়ান পর্বতের অধিবাসী ইছমাইলিয়া এবং নাছিরিয়া সম্প্রদায়ের সহিত ইমাম ছাহেবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহাতেও তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। ইমাম ছাহেবের এই সমস্ত সফলতা লাভের পর তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তদ্‌হেতু জনসাধারণ, বিখ্যাত উমারা ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুগত হইয়া পড়েন। তাঁহার এই প্রভাব ও জনপ্রিয়তা পুরাতন শত্রুগণকে বিরুদ্ধাচরণে আবার প্ররোচিত করিয়া তোলে। এইবার নছর মন্‌জাবীও তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহারই এক পরম ভক্ত বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মিছরেরঅধিবাসী বায়বর্স চাশঙ্গীরও যোগদান করেন। নছর মন্‌জাবী এইবারেও রাষ্ট্র করিয়া দেন যে, ইবনে তায়মিয়াহ রাজ্য-শাসনের অভিলাষী এবং মুহাম্মদ বিন্ তুমার্তের ন্যায় পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসী হইয়া গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। বিশেষতঃ শাকহাব ও কিছরুয়ান যুদ্ধের সফলতা এবং সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা তাঁহাকে উচ্চাভিলাষী করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ মিথ্যা কথা প্রচারিত হইবার পর রাষ্ট্রের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি হইয়া যায় এবং ইমাম ছাহেবকে দামেস্ক হইতে মিছরে আহ্বান করা হয়। তিনি মিছরে আসিয়া উপস্থিত হইলে এক বিরাট সম্মিলন আহূত হয়। উক্ত সম্মিলনে বড় ২ নামজাদা উলামা ও কাযীগণ আসিয়া যোগদান করেন। অতঃপর তাঁহার আকায়েদের বিরুদ্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ইমাম ছাহেব তাহাদের প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় সভাস্থলে ভীষণ হট্টগোল ও বিশৃংখলা ঘটে এবং চতুর্দিক হইতে ভীষণ চীৎকার ধ্বনিত হয়। এইহেতু ইমাম ছাহেব উত্তর প্রদানের আর অবকাশ প্রাপ্ত হননাই। অবশেষে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখার জন্য রাজাদেশ প্রদত্ত হয় এবং ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় যে, যাহারা ইবনে তায়মিয়ার অনুরূপ আকিদা পোষণ করিবে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে। অতঃপর তিনি প্রায় দেড় বৎসরকাল কারারুদ্ধ থাকিয়া মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর হইতে তিনি পূর্ব নিয়মানুযায়ী শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময়ে গদ্দীনশীন পীর ও ছুফী সম্প্রদায় অহদাতুল ওজুদের মসলা প্রচার ও শিক্ষাদান পূর্বক জনসাধারণের আকিদাকে বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিবার প্রয়াস পায়। এমতাবস্থায় তাহাদের প্রতিবাদে ইমাম ছাহেব তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেন। ইহাতে ছুফী সম্প্রদায় ও পীর মুর্শিদগণ ভীষণ চিৎকার আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রের নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। এই সুযোগে পুরাতন বিরুদ্ধবাদীগণও ছুফীগণের সহিত সহযোগিতা দান করেন। তাহাদের এই চক্রান্তে পুনরায় ইমাম ছাহেবকে কায়রোর কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়। এই অবরোধ কালীন সময়ে জনসাধারণ অবাধে তাঁহার সহিত কারাগারে যাইয়া সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিত। ফলে ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাবেশ ঘটিত। হিংসান্ধগণের অন্তরে ইহাও সহ্য হইল না। ফলে তাহাদের প্রচেষ্টায় তাঁহাকে কায়রো হইতে ইস্কান্দিরিয়ার কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

হিঃ ৭০৯ সালে মিছরে রাজনৈতিক অবস্থায় নানারূপ বিশৃংখলা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে বায়বর্ষ চাশঙ্গীর স্বয়ং "মালিক মুযাফ্‌ফর" উপাধি ধারণ করিয়া সাধারণের নিকট হইতে বয়েত গ্রহণ করিতে ছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া সুলতান নাছের মিছরে আগমন করেন এবং ইব্‌নে তায়মিয়াকে ইস্কান্দারিয়া হইতে মিসরে আনাইয়া অতি সম্মানের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহার পর হইতে তিনি কায়রোতে অবস্থান করিতে থাকেন। সে সময় সুলতান নাছের তাতারীগণের দম্ভ-দর্প চূর্ণ করিবার জন্য শাম দেশে অভিযান করেন, সেই সময় ইব্‌নে তায়মিয়া ও সৈন্য বাহিনীর সহিত শামে আগমন করেন এবং পবিত্র ভূমি বয়তুল মোকাদ্দছ যিয়ারত পূর্বক দামেস্কে যাইয়া উপস্থিত হন এবং তথায় অবস্থান পূর্বক শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকেন।

এই সময় তালাক সম্বন্ধীয় একটী মসলা লইয়া তদানীন্তন উলামাগণের সহিত ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়ার মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং এই সমস্যা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ভীষণ গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এই হেতু ফত্‌ওয়া প্রদান কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাঁহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হয়[১]। তিনি এই অন্যায় ও অবৈধ আদেশকে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সত্য গোপন মহাপাপ মনে করিয়া এই আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে রাজ আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। প্রায় পাঁচ মাস কাল কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিয়া তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করিতে থাকেন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ অবরোধ ও মুক্তিলাভ হেতু জনপ্রিয়তা কিছু মাত্র হ্রাস না পাইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহাতে বিরুদ্ধবাদীগণের অন্তরের হিংসানল আরও তীব্রভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

এইবার বিপক্ষীয়গণ সম্মিলিত ভাবে ফন্দী ফিকির ঠিক করিয়া ইমাম ছাহেবের প্রতি একটী গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করে। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্বে ইমাম ছাহেব আম্বিয়া ও ছালেহিনগণের সমাধি যিয়ারতের জন্য পর্যটন করা অবৈধ বলিয়া প্রচার করেন। ইহা লইয়া তাহারা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে কতিপয় ফকিহ ইমাম ছাহেবের প্রতি কুফরের ফত্‌ওয়া প্রদান করেন এবং তাঁহাকে ওয়াজেবুল্ কতল্ (واجب القتل) বা হত্যা করা কর্তব্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু সুলতান নাছের এই গুরু দণ্ড অনুমোদন না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দান করেন। এই বন্দীকালে তদীয় ভ্রাতা শায়খ্ শরফউদ্দীন আবদুল্লা এবং যয়নুদ্দীন আবদুর রহিম প্রিয় ভ্রাতার একাকী কারারুদ্ধ থাকা অতীব কষ্টকর মনে করিয়া তাঁহারাও ইমাম ছাহেবের সহিত কারাগারে প্রবেশ করেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় শায়খ্ শরফুদ্দীন পরলোক গমন করেন। দুর্গের বহির্ভাগে তাঁহার জানাযা পাঠ করা হয়, কিন্তু

(১) ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়ার মতে একই মজলিছে তিন তালাক প্রদত্ত হইলে উহা একই তালাক রেজয়ীরূপে গণ্য হইয়া থাকে। ইহাই তাঁহার অপরাধের কারণ।—লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

দুঃখের বিষয়, ইমাম ছাহেবকে ভ্রাতার জানাযায় যোগদান করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই সময় ইমাম ছাহেবের বিশিষ্ট শিষ্য ও ভক্তগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদের অনেককে বন্দীশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইমাম ছাহেবের স্বনামখ্যাত প্রিয় শিষ্য ইমাম ইব্‌নে কাইয়েম জওযীও বহু দিবস পর্যন্ত কয়েদী জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন।

এই বন্দীযুগে ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়াহ ন'নাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পবিত্র কোরআন মজিদের বিশিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও তফছির লিখিতে থাকেন। ফোকাহাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে কুফরের যে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন তিনি অকাট্য প্রমাণাদির সহিত তাহার প্রতিবাদ লিখিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তিগুলি প্রকটিত করিয়া দেন।

যখন তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ লাভ করিতে লাগিল তখনও হিংসান্ধের দল তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে কোন প্রকার ত্রুটী ও কার্পণ্য করে নাই। ফলে রাজাদেশ প্রদত্ত হইল যে, ইব্‌নে তায়মিয়ার নিকট লিখন ও পঠনের কোন প্রকার সরঞ্জাম রাখা চলিবেনা। অতঃপর তিনি তাঁহার সর্বশেষ লিখা কয়লা দ্বারা সমাপ্ত করেন।

এই নিষেধাজ্ঞার পর তিনি পবিত্র কোরআন মজিদ তেলাওয়াত ও যিক্‌রে এলাহীতে সর্বদা তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, আমার এই বন্দী জীবনে আমি যাহা লাভ করিয়াছি যদি আমি এই দুর্গ পরিমাণ স্বর্ণ দুই হস্তে বিতরণ করি তবুও এই নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবেনা।

তিনি কুড়ি দিবস কাল পর্যন্ত পীড়িতাবস্থায় শয্যাশায়ী থাকেন, এবং হিঃ ৭২৮ সালের যিল্‌কা'দা মাসে (১৩২৮ খৃঃ) বন্দী অবস্থায় আল্লাহ সান্নিধ্য অর্জন করেন।

انا لله وانا اليه راجعون

লিখন ও পঠন হইতে নিষেধাজ্ঞার পর তিনি ৮১ বার পবিত্র কোরআন মজিদ খতম করেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও কোরআনের নিম্ন লিখিত পবিত্র আয়াতটি তাঁহার তেলাওয়াতাধীন ছিল ঃ

ان المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر

"পরহেযগার ব্যক্তিগণ উদ্যানে ও নহরে অবস্থান করিবে—এক উৎকৃষ্ট স্থানে, ক্ষমতাশালী প্রভুর সান্নিধ্যে"।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র দামেস্ক নগরীর যাবতীয় দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায় এবং জনসাধারণ উন্মত্তের ন্যায় দামেস্কের জামে' মসজিদে ও দুর্গ প্রান্তে জমায়েত হইতে থাকে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত ধনী নির্ধন, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার জানাযায় যোগদান করেন। নূ নাধিক আড়াই লক্ষ জনতার সমাবেশে তাঁহার জানাযা সুসম্পন্ন হয়। অতঃপর দামেস্কের বিখ্যাত মাকবিরা ছুফিয়ায় তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়াহ বিবাহ করেন নাই। পার্থিব যাবতীয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি স্বীয় জীবন ইসলাম ও মুসলমানগণের সেবাকল্পে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। জাতির সেবায় ও সত্যের সহায়তাকল্পে বন্দী জীবনের অসহনীয় ক্লেশ অম্লান বদনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে এমন একটী দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন যদ্বারা পরবর্তীকালে ইসলামের বহু মূল্যবান খেদমত আন্‌জাম দেওয়া সম্ভব হয়। ইমাম ছাহেব বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তফ্‌ছীর, হাদীছ, ফেকাহ এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার মূল্যবান পুস্তকাবলী ও মহা গ্রন্থসমূহের সংখ্যা পাঁচ শতের কাছাকাছি হইবে। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ত্রিশ খানি গ্রন্থ মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইমাম ছাহেবের ইল্‌মী যোগ্যতা সম্বন্ধে এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি বিভিন্ন কারাগারে অবস্থানরত অবস্থায় যে সমস্ত বিরাট গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে কোনদিন কোন গ্রন্থ সম্মুখে রাখিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লিখিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই।

তিনি কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু কবি সুলভ প্রতিভা তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। একবার কোন একজন ইয়াহুদীর প্রশ্নোত্তরে উপস্থিত ক্ষেত্রেই ১৮৪টী কবিতা লিখিয়া শেষ করেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তাঁহার স্থান বহু উচ্চে। ধনী, নির্ধন ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিতেন। কাহারও পীড়িত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিতেন এবং কাহারও মৃত্যু-সংবাদ কর্ণগোচর হইলে তাহার জানাযায় উপস্থিত হইতেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। অভাব গ্রস্ত ও যাচ্ঞাকারীর অভাব মোচনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিতেন। একবার জনৈক প্রার্থী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু প্রার্থনা করে, সেই সময় ইমাম ছাহেব রিক্ত-হস্ত থাকায় নিজ মস্তক হইতে উষ্ণীষ খানি টানিয়া লইয়া উহাকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাহার এক খণ্ড প্রার্থীকে দান করেন এবং অপর খণ্ড স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন।

ইমাম ছাহেবের মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ফতাওয়া ইব্‌নে তায়মিয়াহ, ২। রাছায়েলে কোব্‌রা, ৩। তিছ্‌আ রাছায়েল, ৪। আছ্‌ছারেমুল্‌ মছলুল্‌ আলা শাতিমির রসুল, ৫। মিন্‌ হাজুছ্‌ ছুন্নাহ, ৬। কিতাবুল্‌ আক্‌লে ওয়ান্‌ নকল, ৭। আল্‌ ফুরকান বায়না আউলিয়ায়ির রহমান ওয়া আউলিয়ায়িশ্‌ শয়তান, ৮। রদ্দুন্‌ নাছারা, ৯। কিতাবুল ওয়াছিলাহ, ১০। কিতাবুল ঈমান, ১১। ইক্‌তেযা উছ্‌ছেরাতিল্‌ মুছতাকিম। ১২। জওয়াবো আহ্‌লিল্‌ ইল্‌মে ওয়াল্‌ ঈমান, ১৩। রদ্দুল মন্‌তিক, ১৪। আছ্‌হাবুছ্‌ ছুফ্‌ফাহ, ১৫। তফ্‌ছির ছুরাতে ইখ্‌লাছ, ১৬। শরহ হাদীছে নযুল, ১৭। ঈযাহুদ্‌ দালালাহ্‌, ১৮। তফ্‌ছির ছুরাতুন্‌নূর, ১৯। নছিহাতো আহলিল্‌ ঈমান ফি রদ্দে আলা মন্‌তেকিল্‌ ইউনান, ২০। আল্‌ জওয়াবুছ্‌ ছহিহ লেমান্‌ বাদ্দালা দিনাল্‌ মছিহ্‌, ২১। আস্‌-সিয়াসাতুশ্‌ শর্‌ইয়া ফি ইছ্‌লাহির রায়ী ওয়ার রাঈয়াহ, ২২। রিছালা খিলাফুল্‌ উম্মাহ্‌, ২৩। রিছালা রফ্‌উছ্‌ ছালাম, ২৪। দরাজাতুল্‌ ইয়াকীন্‌, ২৫। আল্‌ ওয়াছিয়াতুল্‌ কোব্‌রা, ২৬। আল্‌ ওয়াছিয়াতুছ্‌ ছোগ্‌রা, ২৭। আল্‌ ওয়াছেতাহ, ২৮। আল্‌ আকিদাতুল্‌-ওয়াছেতিয়াহ, ২৯। বাহাছছু ফি মছ্‌আলাতিত্‌ তালাক।

www.ahlehadeethbd.org

সুফীবাদ ও বিশ্ব-রহস্য

—মোঃ ইমরান হোসাইন

কিছুদিন হইল ময়মনসিংহ যিলার অন্তর্গত কেন্দুয়া থানার অধীন সিংহের গ্রাম নিবাসী বাউল কবি মোঃ জালাল উদ্দীন খাঁ লিখিত "বিশ্ব-রহস্য" বই খানা পাঠ করার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

পুস্তকখানা হাল্‌কাভাবে পাঠ করিলে ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, একটি মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানহীন লোককে সৎপথ দেখাইবার মানসেই তিনি ইহা রচনা করিয়াছেন। মুখবন্ধে লেখক সেইরূপ ইঙ্গিতও দিয়াছেন। যেমনঃ "আমার প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর হইলেও দোষণীয় হইবেনা। ইহা দ্বারা মানুষের জ্ঞানবিকাশে আত্মশক্তি বা পরমাত্মিক গুণের সংস্পর্শ লাভ সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।" কিন্তু মনোযোগী পাঠক মাত্রই লক্ষ করিতে পারিবেন যে, মহৎ উদ্দেশ্যের যত ভানই করা হউক না কেন, খাঁ সাহেবের পুস্তক খানার ছত্রে ছত্রে ধর্ম সম্বন্ধে উৎকট উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছে।

যে কোন বিষয় নিজে শিক্ষা না করিয়া অন্যকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। খাঁ সাহেব নিজে ধর্মশাস্ত্র উত্তমরূপে পাঠ-না করিয়া বরং সারা জীবন সঙ্গীত চর্চায় অতিবাহিত করিয়া সাধারণকে ধর্মপথ দেখাইবার নিমিত্ত পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অনধিকার চর্চার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ খাঁ সাহেবের বক্তব্য সম্বন্ধে অবগত হইতে পারিলে সকলেই স্বীকার করিবেন, ইহার পিছনে লিখকের কত বড় দুরভিসন্ধি রহিয়াছে।

তিনি স্বীয় বিশ্ব রহস্যের চৌদ্দ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ

"আমি-তুমি" জীবাত্মা ও পরমাত্মারই দ্বিতীয় সংস্করণ, পরমাত্মা সেই অনন্ত পরম সত্বারই একটু প্রতিভাস মাত্র। আবার জীবাত্মা পরমাত্মারই ক্ষণ চেতনায় উদ্ভূত, সুতরাং আমি—তুমি, তুমিই আমি এই রসতত্বের মূলে যাঁহারা পৌছিয়াছেন তাঁহারা স্রষ্টা এবং সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখ্‌তে পান না!

এই রস তত্বে ষোল আনা বিপদের সম্ভাবনা, অথচ খাঁ সাহেব বিপদের সংকেত পর্যন্ত দেননাই। এই অবস্থার সম্যক পরিচয় লাভ করিতে গিয়া বহু মানুষের পদস্খলন ঘটিয়াছে এবং সহজ ও সরল পথের দিশা হারাইয়া তাহারা গোমরাহির অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে। নবীগণ দূরের কথা, আবুবকর (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ) ও আলী (রাঃ) কেহই এই ফানাতে লিপ্ত হননাই। ছাহাবাগণের পরবর্তী যুগে উল্লিখিত "ফানা"র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ছাহাবাগণের অন্ত করণ ঈমানী বিষয় সমূহের অবধারণ কল্পে এরূপ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল যে, কোন অবস্থাতেই তাহাদের চিত্ত বিভ্রম ঘঠে নাই। পরবর্তী যুগে ছুফিগণের মধ্যে এরূপ বহু ব্যক্তি পরিদৃষ্ট হন, যাহারা "ফানা"র আতিশয্যে সকল প্রকার সম্বিৎ ও অনুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত আবুযায়েদ বোস্তামী, আবুল হাছান নূরী ও আবু বকর শিব্‌লী অন্যতম। ইঁহারা মত্ত অবস্থায় এরূপ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, জ্ঞান লাভের পর তাঁহারা স্বীয় ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"এইখানে আসিয়া অনেকেরই পদস্খলন ঘটিয়াছে, তাহারা মনে করিয়াছে প্রেমিক প্রিয়তমের সহিত এরূপভাবে একীভূত হইয়া যায় যে—অস্তিত্বের দিক দিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা। এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আল্লার সহিত কোন কিছুই একীভূত হইতে পারেনা। আর আল্লার কথা দূরে থাক, সাধারণ দুইটি জড় পদার্থও রূপান্তরিত ও বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পরের সহিত একীভূত হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারে না। অবশ্য উভয়ের সংমিশ্রণে এরূপ একটি তৃতীয় বস্তুর বিকাশ লাভ করা সম্ভবপর যাহা বর্ণিত উভয় পদার্থ হইতে বিভিন্ন। যথা, পানি ও দুগ্ধ অথবা পানি ও মদ্য মিশ্রিত হইয়া এরূপ একটি তৃতীয় বস্তুর উদ্ভব ঘটিতে পারে যাহাকে পানি বলাও চলিতে পারে না, উহাকে দুগ্ধ নামেও অভিহিত করা যায়না অথবা উহাকে মদ্যও বলা চলেনা। আল্লাহ তালা সম্পর্কে মিলন ও মিশ্রণের এরূপ ধারণা করা মিথ্যা ও অসম্ভব"।

শরফুদ্দিন আহমদ মনিরী স্বীয় "মক্তুব শরীফে" লিখিয়াছেন, "এস্থলে বহু লোকের পদস্খলন হয়। আল্লাহ তালার কৃপা ও আনুকূল্য ব্যতীত এই দুর্গম পথে কেহ চলিতে পারেনা"। বস্তুতঃ এরূপ ফানার মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করা নিজেকে জবাহ করিয়া দেওয়ারই নামান্তর মাত্র।

লেখক উক্ত "বিশ্ব-রহস্যে"র পনর পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "সমষ্টি হইতেই ব্যষ্টির উদ্ভব সুতরাং ব্যষ্টির মধ্য দিয়াই সমষ্টিতে পৌঁছান যাইতে পারে"। জীবাত্মা রূপী খোদ "সেই অনন্ত অসীমকে সসীম করতঃ নিজের মধ্যেই তাহাকে অনুভব করিবার একাগ্রতা আনয়ন করিয়া খোদা দর্শন আকাঙ্খী হয় তবে কঠোর সাধনা বলে আমি তুমির মিলন ক্ষেত্র হৃদয় দর্পণে মানস-নয়নে তিনি স্বরূপে দৃষ্ট হইতে পারেন"।

তাহা হইলে খাঁ সাহেবের মতে মূর্ত্তি পূজা দোষনীয় নহে অথচ কোরআন শরীফে ইহাকেই শের্‌ক বলা হইয়াছে। ধরাধামে আদি হইতে অদ্যাবধি যত নবী ও রছুলের শুভাগমন হইয়াছে সকলেই শের্‌কের মূলোৎপাটন কল্পেই আসিয়াছিলেন। খাঁ সাহেব উক্ত পুস্তিকায় মুখবন্ধে আলেমদিগকে শিব্‌লী নোমানীর "আল্‌কালাম" ও "এলমুল কালাম"—শব্বীর আহমদ উছমানীর "আক্‌লে নকল" ইমাম গাযযালী সাহেবের "এহিয়া উল উলুম" "কিমিয়ায়ে ছাআদত" ও "এল্‌মুল আখলাক" ও শাহ ওলি উল্লার (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা এবং দুরুছুতৃতারীখ ইবনে খলদুন প্রমুখ বড় বড় মনিষীগণের যেসব কিতাব আলোচনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন সেই সব কিতাবের কত পৃষ্ঠায় খাঁ সাহেবের এই উদ্ভট উক্তি রহিয়াছে তাহা দেখাইবার সৎসাহস তাঁহার হয় নাই। খাঁ সাহেব যে হিন্দু শাস্ত্রের নামে নামে মূর্চ্ছা গিয়া থাকেন সেই হিন্দু শাস্ত্রও যে মূর্ত্তি পূজার বিরোধীতা করিয়াছে তাহা কি তাঁহার জানা আছে? আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ বাত্তিক তাঁহার অষ্টম যোগাঙ্গ মধ্যে বলিয়াছেন ঃ

"অস্পর্শ যোগেনা মৈষ দুর্দর্শ সর্ব যোগিভি,
যোগিনো বিভ্যাত হ্যস্বাদভয়ে ভয় দর্শিনঃ।"

অর্থ "যে সকল যোগী নিরাকার আল্লাহতালাকে ত্যাগ করিয়া সাকার দেবতা বা মূর্তির ধ্যান করেন, তাঁহাদের কখনও নির্বিকল্প সমাধি—বা মোক্ষ লাভ হয় না।"

হিন্দুদিগের পরমারাধ্য, ঈশ্বরের অবতার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন ;

যতুকৃৎস্নবদেকস্মিন কার্য্যে শক্তম হৈতুককং।
অতত্বার্থ বদল্পথও তত্তাম সমুদাহাতং॥

অর্থ ঃ "যে কোন একটি মাত্র কার্যে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ দেহে বা পাষাণময় প্রতিমাদি কোনরূপ জড় পদার্থে পরমেশ্বর জ্ঞান অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক, সেই জ্ঞান তামস-জ্ঞান। অতএব হেয়, অজ্ঞান মানবেরই এইরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়।"

সুতরাং হিন্দুরা যে প্রতিমা তৈয়ার করিয়া পূজা করে তাহা ভ্রম ব্যতীত কিছুই নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যখন জড় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর আছেন তখন সেই জড় পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে আপত্তি কি? মহর্ষি কপিলই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অগ্নির অংশ স্ফুলিঙ্গ। অগ্নির দাহিকা শক্তি স্ফুলিঙ্গেও আছে। কিন্তু লোষ্ট্র প্রস্তরাদি যদি ঈশ্বরের অংশ হয় তবে তাহাতে ঐশ্বরিক শক্তি দেখা যায় না কেন? যদিও লোকে বৃক্ষ, জলাশয়, লোষ্ট্র ও প্রস্তরাদিকে পূজা করে মুক্তির জন্যই তথাপি তাহাদের মুক্তির কোন আশা নাই। কারণ তাহারা মুক্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির আশায় উহার বিপরীত আচরণই করিতেছে। সুতরাং তাহার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হইবে এবং মুক্তির পরিবর্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুতরাং খাঁ সাহেবের উক্তি হিন্দু শাস্ত্র মতেই বা টিকিতেছে কোথায় ?

খাঁ সাহেব অপরকে ধর্মপথ দেখাইবার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন অথচ তিনি নিজেই অন্ধকার ও কুসংস্কারের অতল তলে হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছেন। তিনি উক্ত পুস্তিকার ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "পুন্যাত্মাগণ নশ্বর দেহ পরিত্যাগের পরেও সূক্ষ্ম দেহী অবস্থায় স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ ও অপর ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণ করিতে পারে। নিবেদিত চিত্তে তাহাদের স্মরণাপন্ন হইলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কৃপাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই আউলিয়াদের মাজারে কিম্বা সন্নাসীদের সমাধী মন্দিরে এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও আপন অভিষ্ট সিদ্ধি অভিপ্রায়ে মানত বা কামনা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইতেছে।"

উক্ত পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে 'ফকির বা সাধুর মতামত' শীর্ষক নিবন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে গিয়া ১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কোন একজন চেতনাত্মক মানুষের নিকট হইতে উপদেশ লইয়া পূর্ণ "তৌহিদে" তাহার মূর্তি খানা ধ্যান করতঃ মানস নয়নে জাগ্রত রাখিলে উহার নিকটই আবেদন নিবেদনে নানা কাজে সাফল্য পাওয়া যায়।"

খাঁ সাহেবের এ মিথ্যার বেসাতী নরপূজক এবং কবর পূজকদের উপযোগী হইতে পারে কিন্তু এক আল্লার অনাবিল সেবক মুসলমানের নিকটে ইহা তীব্র হলাহল স্বরূপ। তাহারা তাহাদের তৌহিদ-সমুন্নত মস্তক মানুষের কিম্বা কবরের স্তূপের নিকটে প্রণত করিতে জানেনা। যাহারা খাঁ সাহেবের মতাবলম্বী লোক তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া কোরআন বলিতেছে ঃ اتخذوا احبار هم ورهبانهم اربابا من دون الله ইহুদী খৃষ্টানগণ "আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের আলেম ও পীর ফকিরদিগকে রব বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।"

রসূলুল্লাহ যখন এই আয়ৎ পাঠ করিলেন তখন হাতেমের পুত্র আদি বলিলেন,কৈ তাহারা ত নিজেদের পীর ফকিরদের রব বলেনা! রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, তাহারা আল্লার হালাল করা কোন বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করিলে তোমরা কি তাহা হারাম আর কোন হারাম করা বস্তুকে তাহারা হালাল বলিলে নির্বিচারে তোমরা তাহা গ্রহণ করনা ? ইহাই হইতেছে তাহাদের রব বলিয়া মানিয়া লওয়া।

যাহারা পীরকেই পারলৌকিক কাণ্ডারী বলিয়া নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে তাহাদের অসারতা প্রতি পাদনকল্পে আল্লাহ বলিতেছেন ঃ—

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ومالهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولاينفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له

হে রাছুল আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আল্লার প্রভুত্বে ভাগীদার মনে করিতেছ, আকাশসমূহে আর পৃথিবীতে তাহাদের অনুমাত্র অধিকার নাই। আকাশ আর পৃথিবীর নির্মাণ ও পরিচালনা ব্যাপারে তাহাদের কোন অংশ নাই, তাহাদের কেহ আল্লাহকে কোনরূপ সাহায্যও করে নাই। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁহার কাছে কাহারও সুপারিশ কার্যকরী হইবেনা।—সাবা ২২, ২৩ অয়াৎ

বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক গুরু বা পুরোহিতরূপী পীরের কোন অস্তিত্ব ইছলামে নাই, ইছলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রত্যেক মুসলমান স্বয়ং তার পুরোহিত। প্রত্যেক মুসলমানকে তার রবের সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

কাজেই খাঁ সাহেবের এ সুফীবাদ আল্লার সাথে পীরকে শরীক করার সমান। খাঁ সাহেব গোর পূজকদের যে চর্বিত চর্বণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন— তাহা কুপ-মণ্ডুকের সাগর দর্শনের ন্যায়। কবরে আবেদন নিবেদনে যদি সত্যই অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে আমরা খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি যেন অদ্যই কোন কবরে গিয়া জগতের সেরা ধনী হওয়ার কামনা করুন; দেখি তার কথা সত্য হয় কিনা।

আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) সম্বন্ধে লেখকের অভিমত উদ্ভট। লেখক তাঁহার পুস্তকের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বিতীয় খণ্ডে "মানবের অভ্যুদয়" শীর্ষক প্রবন্ধের আট চল্লিশ পাতার পঞ্চম লাইনে লিখিতেছেন ঃ "পারশ্য-বাসীদের আদিম গ্রন্থ জব্বুরে বর্ণিত ছিল যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মাটী আশি বছর ভিজাইয়া রাখিয়া আদমের মুর্ত্তি তৈয়ার করা হয়। তিনি জীন জাতীয় লিলিত নামক রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ভে লাত, মানাত ও ওজ্জা নামক দৈত্য জাতীয় সন্তান প্রসব হওয়ায় শেষে হাওয়া বিবিকে বিবাহ করেন।"

ইহা ছাড়া ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; "আদম দেহের বাম পাঞ্জরস্থিত একটি হাড় দ্বারা হাওয়া বিবির জন্ম হইয়া থাকিলে বর্তমানে পুংদেহে তাহার কমতি দেখা যাইত, আর নারী দেহখানি একটি মাত্র গুণাত্মক শক্তি সম্পন্ন হইত। শামুয়েল নামক স্বর্গীয় ফেরেশতা কর্তৃক আদম হাওয়া দুনিয়াতে নিক্ষিপ্ত হন।" ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "একই ব্যক্তি হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে মনু ও নূহ নামে আখ্যাত হইয়া গিয়াছেন।"

জব্বুর যে পারস্যবাসীদের ধর্মীয় শাস্ত্র ইহা খাঁ সাহেবই প্রথম শুনাইলেন। পূর্বকার জব্বুরে নাকি উপরোক্ত মুখরোচক গল্পটী ছিল! জানিনা খাঁ সাহেবের কাছে কোন যুগের কি রকম অদ্ভূত জব্বুর রহিয়াছে। আমি সমস্ত জব্বুর তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলাম কিন্তু কোথায়ও উক্ত উদ্ভট গল্পের সন্ধান পাইলাম না। হয়ত আমরা খাঁ সাহেবের মত পাঠক নই! যে শামুয়েল ফেরেশতা আদম হাওয়াকে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করিয়াছিল সমস্ত বাইবেল খানার কোথায়ও উক্ত ফেরেশতার সন্ধান পাইলাম না! খাঁ সাহেবের কি ইহা দিন দুপুরে পুকুর চুরি নহে?

যে যুক্তির অবতারণা করিয়া খাঁ সাহেব আদম হাওয়ার জন্ম বৃত্তান্ত অস্বীকার করিয়াছেন তাহার ভিত্তি প্রস্তর কতটুকু মজবুত জানিনা। খাঁ সাহেবের মতে শক্ত বস্তু হইতে জন্ম হইলে সে বস্তুও যদি শক্ত হয়, তবে শুক্র হইতে জন্ম মানুষ কেন শুক্রের ন্যায় তরল হইল না? খাঁ সাহেব প্রকৃতির এই সাধারণ জ্ঞানটুকু রাখেন না কি? কোন বস্তুর রাসায়নিক সংযোগে দ্বিতীয় বস্তুর জন্ম হইলে দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথমটী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। তাই বলিয়া কি প্রথম বস্তু হইতে দ্বিতীয়টির জন্ম অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক হইবে?

"মনু এবং নূহ একই ব্যক্তি—" খাঁ সাহেবের এ গবেষণাও নির্ভুল নহে। হিন্দু ও মুসলমান মতে আদি মানব যথাক্রমে মনু ও আদম। উভয়ে একই ব্যক্তি। অথচ খাঁ সাহেবের কলমের বদৌলতে নূহকে আদমের স্থানে উন্নীত করা হইয়াছে। আমরা তাওরাত হইতে নূহের বংশ পরিচয় প্রদান করিলাম।

আদম
শেখ
ইনোশ
কৈনন
মলেল
যেরদ
হনোক
মনূশেলহ
লেমক এবং তৎপুত্র নূহ।

আদমের (আঃ) পর দশম পুরুষ হতেছেন হযরত নূহ আঃ। অতএব মনু নূহ নহে, আদম (আঃ)।

হযরত ঈছা (আঃ) সম্বন্ধে লেখক তাঁহার অভিমত পুস্তকখানির ৮৪ পৃষ্ঠার দশম লাইনে লিখিয়াছেন; "কুমারী মেরিয়ার উপরে মহর্ষী যোসেফের দৃষ্টিলব্ধ গর্ভজাত পুত্রই ঈছা।"

উক্ত পৃষ্ঠার শেষাংশে ঈছা (আঃ)কে ধরাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে ১২ জন শিষ্যকে দোষী করিয়া লিখিতেছেন, (ঈছাকে) "চিয়পস" নামক বিরোধী সর্দারের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ায় "বেথেল হাম" গীর্জার মধ্যে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করতঃ পাঁচ মাইল দূরবর্তী জন্মভূমি জেরুজালেমে তাঁহার কবর দেওয়া হয়।"

লেখকের মতে হযরত ইছা মেরীর অবৈধ সন্তান। (নাউজ বিল্লাহ) অথচ কোরানে হযরত মেরীকে সতী সাধ্বী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, লেখক অজ্ঞতাকে জাহির করিবার মওকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হিসাবে ইসলামকেই বাছিয়া লইয়াছেন।

কথাচ্ছলে না হয় স্বীকার করিলাম ঈছা অবৈধ সন্তান। কিন্তু লেখক লিখিয়াছেন, "মহর্ষী যোসেফ।" এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, একজন কুমারী নারীকে অকালে মাতৃত্বের পথে ঠেলিয়া দিল যে সে কোন নীতি জ্ঞানে মহর্ষী বিশেষণ পাইতে পারে?

খাঁ সাহেব ঈছাকে (আঃ) ধরাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে ১২ জন শিষ্যকেই দোষী করিয়াছেন, অথচ ভিহুদা ছাড়া কেহই একাজ করে নাই। দেখুন মথি, (২৭:৫)

খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, "ঈছাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে।" ইহা খৃষ্টান লেখকদের অন্ধ অনুকরণ। গভীর ভাবে ইঞ্জিল পাঠ করিলে বুঝা যায়, ঈছার (আঃ) আদৌ ফাঁসী হয় নাই। যোহন পুস্তক রচনার পূর্বে, অর্থাৎ হযরত ঈছার জন্ম হইতে ৯০।৯৬ বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টানদিগের মধ্যে কেহ ঈছার মৃত্যু স্বীকার করে নাই। বরং তাহারা জোর গলায় "প্রচার করিতেন, "ঈছার মৃত্যু মিথ্যা"। বাইবেলের টীকাকারগণ সকলেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহুদী জাতীয় খৃষ্টানগণ ঈছার মৃত্যু স্বীকার না করাতে উক্ত মত খণ্ডনের জন্য যোহন ইঞ্জিল রচনা করিয়াছিল। মথি, মার্কলুকেরও এই দশা। (বাইবেলের বাংলা ভাষ্য ৩৭৭ এবং ৩৭৮ পাতা)। কাজেই-তাহাতে লিখিত ঈছার মৃত্যু কাহিনী স্বীকার করা যায় না।[১]

যখন ফরিশি ও যাজকগণ ঈছাকে ধরিবার জন্য পদাতিকদিগকে পাঠাইয়া ছিল তখন ঈছা পদাতিক শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আমি আর অল্পকাল তোমাদের মধ্যে আছি তার পর, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকটে যাইতেছি। তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবে কিন্তু আমাকে পাইবেনা, আর আমি যেখানে থাকিব সেখানে তোমরা আসিতে পার না। তখন ইহুদীরা পরস্পর বলিতে লাগিল, "এ কোথায় যাইবে যে, আমরা ইহাকে পাইব না?" ইঞ্জিল যোহন—৭ অধ্যায় ৩২।৩৬ পদ। পাঠক, একটু চিন্তা করিয়া দেখুন উক্ত বচনেই বুঝিতে পারিবেন যে, হযরত ঈছার শত্রু আদৌ তাহাকে ধরিতে পারিবেনা বলিয়া আকাশ বাসী হইবার পূর্বেই তিনি তাহাদের নিকট ইহার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, শত্রুগণ তাঁহাকে ধরিবার জন্য খোঁজ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি আকাশে আপন প্রেরণ কর্তার নিকট চলিয়া যান। ইহুদীরা তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই এবং আকাশেও যাইতে পারে নাই।—ঈছার (আঃ) কথা দ্বারা সন্দেহ বুঝিয়াছিল তিনি কোথাও যাইবেন, পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল তবে কি গ্রীকদের মধ্যে যাইবেন? তিনি যে স্থানে যাইবেন সেখানে আমরা যাইতে পরিবনা এ কেমন কথা? যোহন ৭—৩৫, ৩৬। উক্ত বাক্যের সরল অর্থ গ্রহণ করিলে ইহাই বুঝা যায়, তাঁহার আদৌ মৃত্যু হয় নাই। কোরআন শরীফও সেই কথাই ঘোষণা করিতেছে;

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه

"তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে নাই এবং শূলিও দেয় নাই কিন্তু তাহারা সদৃশ্যতার ধোকায় পতিত হইয়াছে। এবং যাহারা এই বিষয়ে ইখতেলাফ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় সন্দেহের মধ্যে আছে, কল্পনার অনুসরণ ভিন্ন তাহাদের প্রকৃত কোন জ্ঞান নাই এবং অবশ্য অবশ্যই তাহাকে তাহারা হত্যা করে নাই, বরং আল্লাহতালা তাঁহাকে

১। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছে। কুরআন পাক ঘোষণা করিয়াছে ঃ

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

তাহারা ঈসাকে কত্‌ল করে নাই, শূলিও দেয় নাই কিন্তু তাহারা সৌসাদৃশ্যের ভ্রমে পতিত হইয়াছে। আন্‌নিসা—১৫৭ আয়াত

আল কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি অন্যান্য গ্রন্থ আওড়াইয়া মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করিতে চায় তাহার অপরাধ অমার্জনীয়।—তর্জুমান-সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আপনার দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন।" ছুরা নেছা ২২ রুকু।

এক্ষণে আমরা 'বিশ্ব-রহস্য' লেখকের কুর্‌আন হাদিস সম্বন্ধীয় জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে দু'একটী নজির পেশ করিতেছি।

তিনি জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কল্লে সাইয়েন ইয়ারজেউ এলা আছলিহি বলিয়া কোরআনের হাদীছও তাহার প্রমাণ দিতেছে।" মানবের অভ্যুদয় শীর্ষক নিবন্ধের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; "কুলুবুল মু'মেনীন আরশিল্লা।" বলিয়া কোরআন-হাদীছও এই বাক্যটির অনুমোদন করিতে ত্রুটি করে নাই।"

খাঁ সাহেব, "কোরআনের হাদীছ" কথাটীর অর্থ কি? উক্ত বাক্যটি কোরআন কি হাদীছ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা খাঁ সাহেবের নাই তাই হয়ত তিনি পাইকারী ভাবে "কোরআনের হাদিছ" বলিয়াছেন। আফ্‌ছোছ; যাহাদের কোরআন হাদীছের জ্ঞান জ্যামিতির বিন্দুর আকার, তাহারা কোরআন হাদীছের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে "কুল্ল শাইয়িন ইয়ারজিও ইলা আসলিহি" একটি প্রবাদ বাক্য, ইহাকে খাঁ সাহেব এক কলমের খোঁচায় হাদীছ-কোরআন বানাইয়া ছাড়িয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকটির অবস্থাও তথৈবচঃ। কোনও বিশ্বস্ত হাদিস গ্রন্থে ইহার প্রমাণ নাই।

লেখক মহাশয়ের জানিয়া রাখা উচিত যে, রছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন; "যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে সে যেন দোযখে তাহার স্থান—নির্ণয় করিয়া লয়।"

অতি সংক্ষেপে মোটামুটী ধোকা গুলির আলোচনা করিলাম। বিস্তারিত এবং খাঁ সাহেবের সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের উত্তর দিতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। 'তর্জুমানের'র পৃষ্ঠা উহার জন্য সংকীর্ণ। অতএব নিম্নে শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জনাব খাঁ সাহেব স্বীয় পুস্তিকার চতুর্থ খণ্ডে 'প্রাচীন ধর্মের বিস্তৃতি' শীর্ষক নিবন্ধে ৮৪ পাতায় লিখিয়াছেন,, "জিহ্বাতেই জিব্রাইল শক্তি, চক্ষেতে মিকাইল শক্তি, নাসিকায় ইস্রাফিল শক্তি এবং কর্ণেতে আজরাইল শক্তি নিহিত থাকিয়া চীরকাল জীবকে নিজেই সাহায্য করিতেছেন। আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া জিব্রাইলের কোন বার্তা মানুষের কাছে প্রেরণ করিয়া যাইতে হয় না। মস্তককেই আকাশের সাথে তুলনা করা যায়।

দেখা—শুনা—কথা—শ্বাস
চার ফেরেশতার চৌ প্রকাশ।"

খাঁ সাহেব দেখাইতে চান ফেরেশতা বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু পাঠক এই ভ্রান্ত উক্তির বিষাক্ত পরিণতির দিকে লক্ষ্য করুন, যদি ফেরেশ্‌তার অস্তিত্বই না থাকে তাহাহইলে জিব্রাইল নামক যে ফেরেশ্‌তা আল্লাহর রসুলের (দঃ) নিকট অহী লইয়া আসিতেন তাহা মিথ্যা হইয়া যায় এবং ইহাতে কোরআন শরীফ যে আল্লাহর কালাম তাহাও মিথ্যায় পরিণত হয় এবং উহা মুহাম্মদের (দঃ) স্বরচিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। (নাউজু বিল্লাহ) অথচ কোরআন পাক কঠোর ভাষায় এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিতেছে। আল্লাহ বলিয়াছেন,

"অস্তমিত তারকার কছম! তোমাদের সঙ্গী (মোহাম্মদ (দঃ)) পথভ্রষ্ট এবং গোমরাহ নহেন। তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে কিছুই বলেন না, যাহা (তাঁহার প্রতি) অহী করা হয় তিনি শুধু তাহাই বলিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাকে মহাশক্তিশালী (জিব্রাইল) শিক্ষা দিয়াছেন।—নজ্‌ম ১ম রুকু'।

www.ahlehadeethbd.org

সংঘাত

ছোট গল্প

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

চরিত্র পরিচিতি

আহমদ খলীল—গল্পের প্রধান নায়ক
আস্‌মা—আহমদ খলীলের স্ত্রী
ইস্‌মাঈল— ঐ পুত্র
আমেরিকান অয়েল কোম্পানীর একজন উচ্চ কর্মচারী
আবদুর রায্‌যাক ঐ পোষ্যপুত্র, মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালযের ধর্মীয় বিভাগের ছাত্র, অবকাশকালে গৃহে আগত।
রফিক আহমদ খলীলের ভ্রাতুষ্পুত্র
জায়েদ ঐ চাচা
রশীদ—জায়েদের পুত্র
আবদুর রহমান-আহমদ খলীলের পাকিস্তানী বন্ধু—
ইমানুল্লাহ ঐ, ইন্দোনেশীয় বন্ধু—

স্থান মদীনা। আহমদ খলীলের গৃহ। রমযান মাস। পুত্র ইসমাঈল পিতার নিকট চিঠি লিখেছে দাহরান থেকেঃ

"দশ বছর পর বাড়ী আসছি, এর ভিতর কতটা উন্নতি করেছি তাই আপনাদের জানাতে আসছি কিন্তু বিলম্ব করার উপায় নেই। আমাকে দ্রুত ফিরে আসতে হবে।"

আহমদ খলীল কয়েক বৎসর থেকে যক্ষ্মায় আক্রান্ত। সাধ্যমত চিকিৎসা করেছেন, রোগ নিরাময়ের কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। ক্রমে জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বাঁচার আর কোন আশাই নেই। তাঁর অন্তরের আকাংখাঃ আল্লাহ যেন ঈমান আমানের সঙ্গে তাকে তাঁর সান্নিধ্যে তুলে নেন। তাঁর মনের কোণে আর একটা আশা দীর্ঘদিন থেকে গাঁথা ছিল—পুত্র ইসমাঈলকে কোন সৎপাত্রীর সঙ্গে বিবাহিত দেখে যাওয়া। এই আশাটা পূর্ণ হলেই তিনি শান্তিতে মরতে পারেন—মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না।

সূর্য অস্ত প্রায়। আহমদ খলীল একটা মাদুরে শায়িত। শরীর একটি কম্বলে ঢাকা। পার্শ্বে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন। সকলেই দোয়া দরূদ পড়ছেন আর ধীর স্থির ভাবে অপেক্ষা করছেন কখন এফতারির সময় ঘোষণা করে কামানের আওয়াজ ধ্বনিত হয়।

হঠাৎ আহমদ খলীল তাঁর পোষ্য পুত্র আবদুর রায্‌যাকের দিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন, "আমাকে সূরায় কদর পড়িয়ে শোনাও তো, বাবা।" আবদুর রায্‌যাক বলল, "আপনার নিজেরই তো—।" কথা শেষ না হতেই তিনি বললেন, বাবা, "আমি তোমার কণ্ঠেই শুনতে চাই।" আবদুর রায্‌যাক পড়তে শুরু করলো,

انا انزلنـه فى ليلة القدر، وما ادرك ما ليلة القدر، ليلـة القدر خير من الف شهر، تنـزل الملئكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلم، هى حتى مطلـع الفجر.

"নিশ্চয়ই, আমরা উহা (কোরআন মজিদ) অবতীর্ণ করেছি একটি মহিমান্বিত রজনীতে, [হে মোহাম্মদ (দঃ)] আপনাকে কী সে জানাবে মহিমান্বিত রজনী (এর মাহাত্ম্য) কি? মহিমান্বিত রজনী এক সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ফেরেশ্‌তাগণ এবং পবিত্র আত্মা [জিব্রাইল (আঃ)] আল্লাহর নির্দেশক্রমে উক্ত রজনীতে (ধরণী বক্ষে) অবতীর্ণ হন। (সেই রজনী) প্রতি বিষয়ে শান্তিময় প্রভাত পর্যন্ত এই (শান্তির সুষমা মণ্ডিত) অবস্থা বরাজমান।"

সকলেই গভীর মনোনিবেশ সহকারে মধুর কণ্ঠে পঠিত এই সূরা শুনছিলেন আর এক ভাবাবেশে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আপ্লুত হচ্ছিলেন। পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজার কড়া নড়ে উঠল। তাঁরা চমকে উঠলেন, কে আসতে পারে এই অসময়ে—ঠিক ইফতারির প্রাক-মুহূর্তে! "হয়ত বা ইসমাঈলই এসে পড়েছে।" একজন বললেন, রশিদ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল এবং দরজা খুলে দিল।

আগন্তুককে দেখে রশীদ প্রথমে তাক লেগে গেল। ধূসর বর্ণের বিজ্‌নেস স্যুট পরিহিত এই কেতা দুরস্ত যুবকটি কে? যুবকটি শ্মশ্রুমুণ্ডিত— হাতে তার একটি চামড়ার সুটকেস।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে রশীদ তার প্রতি তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

'আমি ইসমাঈল' বলে আগন্তুক নীরবতা ভাঙ্গল।

"আমি খুবই দুঃখিত—বড্ড দেরী হয়ে গেছে আমার পৌঁছতে। বিমানটা ছাড়তেই বিলম্ব ঘটল ৪ ঘণ্টা। তারপর বাসের জন্যও আমাকে দেরী করতে হ'ল ১ ঘণ্টা"—এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল—ইসমাঈল।

রশিদ এতক্ষণে তাঁকে চিন্‌তে পারল কিন্তু বিস্ময়ের চিহ্ন তখনও তার চোখে মুখে। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করল, "আব্বা কোথায়"?

"আমার সঙ্গে আসুন", রশিদ উত্তর করল। রশিদ ভিতরে গেল—ইসমাঈল তার পিছনে। সকলের চক্ষু নিবদ্ধ হ'ল ইসমাঈলের উপর, সকলেই বিস্ময়ে হতবাক! শুধু তার আকস্মিক আবির্ভাবেই নয়, তার ছুরত শেকলে, পোষাক পরিচ্ছেদেও!

আহমদ খলীল আবদুর রহমান এবং ইমানুল্লাহর সাহায্যে একটা লাঠির উপর ভর ক'রে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন পুত্রকে আলিঙ্গন করতে। পিতার এই মুমূর্ষু অবস্থা দেখে ইসমাঈলের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি বইতে লাগল। ইসমাঈল এগিয়ে গেল, এক সকরুণ স্বরে 'আব্বা' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল।

আহমদ খলীলের হঠাৎ কাশী শুরু হ'ল, খক্ খক্ করে কাশতে লাগলেন এ—কাশ যেন আর থামবে না। তারপর কাশ যখন থামল তখন বলতে শুরু করলেন—"বাবা! এসেছ ভাল করেছ, না এলে আর হয়ত দেখাই হ'তো না এসো বাবা, কাছে এসো বলে দু হাত আলিঙ্গনের জন্য বাড়িয়ে দিলেন।

ইসমাঈল পিছিয়ে গেল, বল্‌ল "আব্বা কিছু মনে করবেন না—আপনার রোগটা ছোঁয়াছে"! পিতা ও পুত্র কারো মুখে কিছুক্ষণ আর কথা এলোনা।

"মা কোথায়? আমি তাঁকে দেখ্‌তে চাই" জিজ্ঞেস করল ইসমাঈল। রশিদ উত্তর দিল," ঐ পাশের রান্না ঘরে।"

পরদা তুলে ইসমাঈল সেদিকেই ছুটে চলল, 'আম্মা' বলে ডাক দিয়ে রান্না ঘরের ভিতরে ঢুকল।

মাকে দেখে সে হতভম্ব হ'ল, মুখের সে জ্যোতি সে লাবণ্য কোথায়—যা সে দেখে গেছে দশ বছর পূর্বে! চক্ষু কোটরে প্রবেশ করেছে, গাল ভেঙ্গে গেছে, অধিকাংশ চুল পেকে গেছে!

হাত বাড়িয়ে সে তার মাকে আলিঙ্গন করল, কপালে চুমু খেল। কিন্তু মা আসমার এ চুমোয় কোন 'উত্তাপ' সৃষ্টি করলনা—অন্ততঃ চেহারায় তার কোন নিদর্শন ফুটে উঠল না। কোন কথা বলার পূর্বেই কামানের আওয়াজ ধ্বনিত হ'ল। আসমা বললেন, "এফতারীর সঙ্কেত ধ্বনি, তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত। যাও ওদের সঙ্গে গিয়ে বস, এক্ষুণি এফতার পাঠিয়ে দিচ্ছি"। স্নেহভরে ছেলের গলায় হাত রেখে তিনি বলে চললেন, "বাবা, এত দিন পর তুমি আসবে বলেই আজ দুর্বল শরীর নিয়েও তোমার জন্য দুম্বার গোশ্‌ত আর হিন্দুস্থানী চাউলের বিরিয়ানী পাকিয়েছি। তোমার চিরদিনের প্রিয় খাদ্য এগুলো।"

আসমা এফতারীর সব আয়োজন একে একে পাঠিয়ে দেন। ইসমাঈল অন্যান্যদের কাছে গিয়ে বসে। কিন্তু তার বসার ঢং দেখে উপস্থিত ব্যক্তিরা আঁড় চোখে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

সকলের মুখ দিয়ে এই দোওয়া উচ্চারিত হয়:

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، بسم الله الرحمن الرحيم

– হে আল্লাহ, একমাত্র তোমার জন্যই রোজা রেখেছি, আর তোমার আহার দিয়েই এফতার করছি। রহমানুর রহীম আল্লাহর নামে (খাওয়া) শুরু করছি।

তারপর সকলেই গোলাকার সুবৃহৎ ডিস থেকে দুম্বার গোশ্‌ত আর চাউল হাতে তুলে খেতে লাগলেন—ইসমাঈল নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ। "বাহ্! তুমি খাচ্ছ না যে" এক সঙ্গে প্রশ্ন উঠল।

স্নেহশীলা মা মুখে সামান্য কিছু পুরে পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন। পুত্রের দিকে তাকিয়ে তিনিও জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি ইসমাঈল? এত দূর থেকে এত দিন পর এসেছ, আর তোমার জন্যই এসব - - - -"

মার কথা না ফুরোতেই ইসমাঈলের জওয়াব এল "কিছু মনে করবেন না, আম্মা, আমি মোটেই ক্ষুধার্ত নই"—

সকলেই ভাবলেন মুসাফেরী হালতে রোজা রাখতে পারে নি, তাই এফতারিতে শরীক হতে এই সঙ্কোচ।

"মা বললেন, নাই বা পেল ক্ষুধা, তবু তো শরীক হবে সকলের সঙ্গে, এ যে মুসলমানদের দস্তর।"

ইসমাঈল কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না—দশ বছরে দাহরাণে সুসভ্য আমেরিকার নিত্য নৈমিত্তিক প্রভাব তার রুচি, আচার অভ্যাস, ধ্যান ধারণায় যে পরিবর্তন এনেছে তার ফলে আজিকার এ পরিবেশে এই পদ্ধতিতে সে কিছুতেই আহার গ্রহণ করতে পারবে না। তার পাল্‌টে যাওয়া মেজাজ এসব কোন মতেই বরদাশ্‌ত করতে পারবেনা। রুদ্ধ আবেগ হঠাৎ মুক্তি পেল, স্পষ্ট ভাবেই সে বলে ফেল্‌ল "মা, দাহরাণে আমরা চেয়ারে বসে টেবিলে রক্ষিত পৃথক পৃথক থালে চাকু আর কাটা চামচ দিয়ে খাই। মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতে এক সঙ্গে বসে এখন হাত ডুবিয়ে এ ভাবে খেতে পারব না।" সকলেই বিস্মিত স্তব্ধবিমূঢ়! ইসমাঈল সেই ক্ষুদ্র কোঠার চতুর্দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল, কাঁচা মেঝের উপর একখানা নোঙরা মাদুর, একটা তক্ত পোষের উপর ভাঁজ করা ছেঁড়া কয়েকখানা কম্বল আর লেপ আর একটা জরাজীর্ণ আলনায় কয়েকটা ছেঁড়া ও পুরানা কাপড় আর দেওয়ালের ধারে পানির কয়েকটা কলসী ছাড়া আর কোন উত্তম ও পছন্দসই বস্তু সে দেখতে পেল না।

"আমি যে টাকা পাঠাই সে সব দিয়ে কি করেন?" ইসমাঈল জিজ্ঞেস করে তার আব্বাকে।

"বাবা, প্রথম দিকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন মত ঔষধ কিনতেই ও টাকা ফুরিয়ে যেতো। যখন ঔষধে রোগ সারলো না, তখন ঔষধ কেনা ছেড়ে দিয়ে এই সব লেপ কাঁথা যা দেখতে পাচ্ছ তাই কিনেছি আর কিছু খাদ্য শস্য কিনে রেখেছি—বাকী টাকা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ ক'রে দিয়েছি।"

পিতা ও মাতার প্রতি ব্যাদিত মুখে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, দুঃখে, ক্রোধে, ঘৃণায় তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল, "খয়রাত করেছেন! বেশ্‌তো দাতা হয়ে গেছেন, নিজেদের এত অভাব অভিযোগ রেখে দান করতে গেলেন কোন্ মুখে?" রোষের সঙ্গে শ্লেষের আমেজ তার কণ্ঠে।

আসমা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "আমরা বহু দিন লোকের যাকাৎ ফিৎরার পয়সা খেয়েছি, এখন আল্লার দয়ায় আমরা আমাদের চাইতে দরিদ্রতর লোকদের কিছু দান খয়রাত করার তওফিক লাভ করেছি। এতে তোমার দুঃখের চাইতে আনন্দ প্রকাশ করাই উচিত ছিল।"

পুরুষরা তৃপ্তির সঙ্গে আহার সমাধার পর আসমা অবশিষ্ট খাদ্যগুলো সেখান থেকে একে একে রান্না ঘরে নিয়ে গেলেন এবং নিজে খেতে শুরু করলেন।

* * * *

এবার আহমদ খলীল তাঁর পুত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "তুমি তো আমাকে দু বছর পূর্বে লিখেছিলে যে, দিনের কাজ শেষ করে রাত্রে তুমি কলেজে যোগদান করছ। আশা করি ইতিমধ্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তুমি বেশ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছ, আচ্ছা বাবা এ পর্যন্ত কোরআন ও তফসীরের কোন্ কোন্ কেতাব পড়েছ ?"

ইসমাইল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "আমি কোরআন ও তফসীর পড়তে কলেজে ভর্তি হই নি।"

"তা হলে কি হাদীস, ফেকাহ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কবিতা—এসব পড়ছ ?

"না" এবার সংক্ষিপ্ত জবাব এল ইসমাইলের নিকট থেকে।

"তা হলে আর পড়বার কীই বা রইল!" বিস্ময়ের চিহ্ন পিতার চাহনীতে।

ত্বরিৎ জওয়াব আসে—

"অনেক কিছু, আমি সেখানে পড়ছি ইংরেজী ভাষা, আর শিখছি রসায়ন, পদার্থ, মিকানিকস, ইলকট্রনিক্স্....."

হতভম্ব পিতার নিরাশ আঁধার মুখের দিকে আঁড় চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ইসমাইল—"কিছু বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি ?"

"অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করে বসে পিতা, কোরআন না, হাদীস না, ফালসাফা মনতেকও না, তবে দ্বীন সম্বন্ধে কিসে জ্ঞান লাভ করবে ?"

উৎসাহ ও গর্বভরে উত্তর দেয় ইসমাঈল, "অতীত মরে ভূত হয়ে গেছে, আব্বা। আপনারা কি আজও বুঝবার চেষ্টা করবেন না যে, অতীতকে বর্তমানে টেনে এনে লাভ নেই ? মান্ধাতার আমলের পুরানো কথা আওড়িয়ে কি লাভ হবে এখন ? আপনারা প্রাথমিক যুগের অনড় নিয়ম কানূনের বেড়া জালে আটকিয়ে রাখতে চান সমাজকে—এগোতে দিতে চান না। আজিকার ক্রমবর্ধমান সমস্যাবলীর কি সমাধান দিতে পারে সে সব ?"

ইসমাঈলের হৃদয়ে তখন আবেগের জোয়ার শুরু হয়েছে—দেহটাকে সোজা করে বুক ফুলিয়ে সে বলতে থাকে, "আমার ঈমান আর বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞেস করছেন ? হাঁ, আব্বা, ঈমান আমার মজবুত, বিশ্বাস আমার সুদৃঢ়। আমি বিশ্বাস করি মানুষের তদবিরকে—তকদীরকে নয়; আমি বিশ্বাস করি যে, চেষ্টা এবং উদ্যোগের ফলে মানুষ তার জীবনকে উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছাতে পারে"।

"আজ যখন আমাদের দেশের লোক কুসংস্কারের জিঞ্জিরে আবদ্ধ, জালেমের দ্বারা শোষিত, দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার আঁধারে আবৃত—যখন আমাদের কচি খোকা-খোকীরা রোগ ও অপুষ্টির শিকারে পরিণত তখন আমাদের কবি, দার্শনিক আর ধর্মোপদেষ্টার কোনই প্রয়োজন নেই—আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ডাক্তারের, বৈজ্ঞানিকের, কারিগরী বিশেষজ্ঞের। আমরা চাই শিল্প, ফার্ম ফাক্টরী, আধুনিক যন্ত্র, কলকব্জা, বিদ্যুতের সাজ সরঞ্জাম, ট্রাক্টর, বাঁধ ও জল সেচের আধুনিক ব্যবস্থা, অধিক উৎপাদনের সর্ববিধ আয়োজন, আরাম আয়াসের হরেক রকম উপকরণ"।

"আমাদের প্রয়োজন ঃ অধিক সংখ্যক স্কুল কলেজ ও হাসপাতাল। আব্বা—সম্ভবতঃ আমি কি বলতে চাই আপনি বুঝতে পারছেন না। আমরা একটা নূতন জগত সৃষ্টি করতে চাই—শুধু নূতন নয়—একটা বিস্ময়কর জগত—যা আপনারা প্রাচীনপন্থীর দল ভাবতেও পারেন না—কোন দিন স্বপ্নেও দেখেন নাই। আর সব চাইতে মজার কথা এই যে—আমি আমার স্ত্রী সহ এই নূতন জগৎ সৃষ্টির কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে চলেছি।"

মৃত্যুপথযাত্রী ধর্মভীরু আহমদ খলীল হতভম্বের মত শুনে যাচ্ছিলেন, তার কাণকে যেন তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—আজ এ কী শুনছেন তিনি—অন্য কারও নিকট নয়, তাঁরই ঔরসজাত তার রক্তের রক্ত পুত্রের মুখে—যে পুত্রকে সামনে রেখে কত আশার ছবি তিনি এঁকেছেন দিনের পর দিন! তিনি তাঁর ধর্ম, তাঁর ঈমান, তাঁর বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা, আচরণ ও চরিত্রের যে ছাপ বয়ে এনেছেন চৌদ্দ পুরুষ উর্ধ থেকে তার ধারা আজ তারই ঔরসজাত পুত্রের মাঝে এসে গতি হারিয়ে উল্টো পথে চলতে শুরু করবে ? না না, এ হতে পারে না। তার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে—ইচ্ছে করছে লাথি মেরে ওকে তাড়িয়ে দেন

www.ahlehadeethbd.org

এখনই, কিন্তু দেহে শক্তি নেই, কথা বলতে পারছেন না জোরে, শ্বাস প্রশ্বাসেও তার কষ্ট হচ্ছে। সংযত করতে চাচ্ছেন নিজেকে—আর একটা কথাও বলবেন না তিনি। কিন্তু ইসমাঈলের শেষের কথাটি মনে হতেই নিজেকে আর দমিয়ে রাখতে পারলেন না। ক্ষোভে দুঃখে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে তার অন্তর! সুন্দরী সুশীলা ভ্রাতুষ্পুত্রী জোবেদাকে ঘরে আনার কী ব্যাকুল বাসনাই তিনি অন্তরে ধরে রেখেছেন কত কাল থেকে। অভাগা মেয়ে পিতাকে হারিয়ে চাচাকেই পিতার আসনে বসিয়ে রেখেছে—ফুটফুটে দেহ বলিষ্ঠ গঠন ইসমাঈলকে নিয়ে সেও মনে মনে সুখ স্বপ্ন রচনা করে চলেছে! এ যে আশার মুখে এক নিমিষে বালির স্তূপ পড়ে গেল—এ কী হ'ল? মনের ভিতর ঝড় বইছে—সে ঝড়ের দমকা হাওয়া হঠাৎ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, "কী বললে? বিয়ে করেছ? জন্মদাতা পিতাকে বিন্দু বিসর্গ না জানিয়ে, গর্ভধারিণী মাতাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি কোথাকার কোন অচেনা অজানা মেয়েকে বিয়ে করে বসলে?"

"আব্বা, আম্মা, আমাকে ভুল বুঝবেন না, অচেনা অজানা মেয়েকে বিয়ে করিনি, বিয়ে করেছি খুব ভালভাবে দেখে শুনে, উত্তমরূপে জেনে—বুঝে। মেয়েটি উচ্চ শিক্ষিতা, মার্জিতা রুচি, দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনি তার বুদ্ধির দীপ্তি। লেবানন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নিয়ে আমাদের তৈল কোম্পানীতে একটা বড় চাকুরীতে সে যোগদান করেছে। এক সঙ্গে চাকুরী করি, হর হামেশা দেখি। আমরা পারস্পরিক ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে গত বছর বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হই।"

ক্রোধের জের টেনে পিতা বললেন,

"আমি চেয়েছিলাম জোবেদার মত নিরীহ, শান্তশিষ্ট সুশীলা মেয়েকে এনে আমার ঘর আলো করতে, বংশের বাতিকে উজ্জ্বল....."

পিতার কথা মুখে থাকতেই ইসমাঈল বলে উঠে, "জোবেদা! অশিক্ষা আর কুসংস্কারের আঁধারে ঘেরা জোবেদা! যক্ষ্মায় মারা যাওয়া চাচার রোগ জীবাণুর বাহিকা জোবেদাকে বিয়ে করব আমি? সে হবে আমার ভাবী সন্তান সন্ততির মাতা? শুনুন আব্বা, সে দিন আর নেই—এখন পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সহকর্মীরূপে তার সহধর্মিণী। আমি এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করেছি যে,....."

পিতা ছেলের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "যে মেয়ে ইসলামের পর্দা ডিঙ্গিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াবে, অপর পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলা মেশা করবে—হায়া শরম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে বেড়াবে.....!"

আবেগ কম্পিত দৃঢ় কণ্ঠে তিনি পুত্রের নাম ধরে ডেকে বললেন:

"ইসমাইল! শোন আমার কথা, তুমি এক্ষুণি তওবা কর, তুমি যে পথ অবলম্বন করেছ তা ভ্রান্ত, যে ধারণাকে সঠিক মনে করছ তা ভুল। এই ভ্রান্তি স্বীকার করে অনুতপ্ত হও। নাছারার এ পোষাক খুলে ফেল, পুড়িয়ে ফেল আমার সামনে, আর ছেড়ে দাও নাছারার কন্যা তোমার স্ত্রীকে। আল্লার নিকট মার্জনা চাও, তওবা কর, হয়ত তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন, তোমার প্রতি সদয় হবেন।"

ইসমাইলের মনে পিতার কথা কোন আঁচড় কাটে না, সে উত্তর দেয় —

"আব্বা, আমি দুঃখিত। আপনার এ নির্মম নির্দেশ আমি মাথা পেতে নিতে অক্ষম। আমি আমার উচ্চপদ, আমার শিক্ষিতা স্ত্রী, আমার ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততি, আমার আশা, আমার স্বপ্ন, আমার ভবিষ্যৎ আপনার এ নির্দেশে এক লাথিতে ভেঙ্গে মিছমার করে দিতে পারি না।"

"আপনি কি আমাকে আপনারই মত দারিদ্র লাঞ্ছিত অভাব জর্জরিত, রোগ-ক্ষয়িত চির অভিশপ্ত জীবনের দিকে পুনঃ টেনে আনতে চান?"

"আমি ভুলতে পারিনা আমার শৈশবের সেই অনশন-ক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ বিশুষ্ক চেহারার কথা যখন সারাদিন খেটেও আমাকে, আমার মাকে, আপনাকে পেটপুরে খেতে দিতে পারেননি, রোগে ঔষধের পয়সা জোটেনি, শীতের কষ্ট নিবারণে দেহ বস্ত্রে ঢাকতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারেন নি। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমি নিজেকে, নিজের স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাদেরকে সেই দুসহ দুর্বহ অবস্থায় আর ফেলতে দেব না।"

অবিচল কণ্ঠে উত্তর আসে পিতার নিকট থেকে,

"ইস মাইল, আমার পুত্র ইসমাইল! তুমি কি নিজেকে স্বাধীন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে কর? তুমি আজ কুশিক্ষা আর কুপ্রভাবের ফলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ! তুমি ভাবছ, আল্লার সাহায্য ছাড়াই তুমি জীবন ধারণ করতে পার। কিন্তু মনে রেখো, তিনি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে তোমার দেহ থেকে তোমার রূহ্ বের ক'রে নিতে পারেন। তাঁরই নিকট তোমাকে ফিরে যেতে হবে আর মহা বিচার দিবসে তাঁরই সামনে তোমার আমলনামা নিয়ে হাজির হ'তে হ'বে।"

ইসমাঈল মনে মনে হাসল আর কৌতুক অনুভব করল। কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, "আমি সেজন্য এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই—আমার বয়স মাত্র ২৮। ও সব কথা ভেবে দেখার জন্য সামনে সুদীর্ঘ জীবন পড়ে আছে।"

পিতার চিন্তাক্লিষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "আব্বা! আপনি কি মৃত্যুর চিন্তায় ভীত?"

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আহমদ খলীল উত্তর দিলেন:

"মনে রেখো, আমি মুসলিম। মুসলমান শুধু অকল্যাণকেই ভয় করে। মৃত্যুর পর আমি আল্লার নিকট কল্যাণই প্রত্যাশা করি। আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করব?"

পিতার এই অটল বিশ্বাস জাত অবিচল আশার বাণীতে ইসমাঈল এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে উঠল। বলল, "আব্বা! আমাকে এবার যেতে হবে। এরপর গেলে আজকের মত মদীনা থেকে জিদ্দাগামী বাস আর পাওয়া যাবে না।"

আহমদ খলীল বলে চললেন, "তাকাও আমার দিকে, সোজা আমার চক্ষুদ্বয়ের উপর তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। আর শুন আমি যা পাঠ করি—এ বাণী আমার মুখের কথা নয়—আল্লার চির সত্য শাশ্বত বাণী তাঁর প্রিয় রসূলের (দঃ) পবিত্র জবানের মাধ্যমে উচ্চারিত! শুন, মনোযোগ দিয়ে শুন! অন্তর দিয়ে এর তাৎপর্য অনুভবের চেষ্টা কর:

পিতার কৃষ্ণ চক্ষুর ধারাল দৃষ্টি যেন ইসমাঈলের অন্তর ভেদ করতে শুরু করল—পঠিত বাণী কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে লাগল, পিতা পড়তে লাগলেন:

بسم الله الرحمن الرحيم

الهكم التكاثر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ٥

পার্থিব প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (প্রকৃত কর্তব্য পালনের কাজ থেকে) দূরে সরিয়ে রাখছে যে পর্যন্ত না তোমরা কবরের নিকটস্থ হচ্ছ।

কিন্তু না, (প্রকৃত সত্য কি তা) শীঘ্র জানতে পারবে।

পুনঃ শীঘ্রই জানতে পারবে।

কখনই না, হায়! যদি তোমরা মনের দৃঢ় আস্থা সহ জানতে, (তা হলে সতর্ক হয়ে যেতে!)

তোমরা নিশ্চিতরূপে দোজখের আগুন দেখতে পাবে।

অতঃপর, স্বীয় চক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে উহা দেখবে।

অতঃপর, (সেই দিবস) তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে আল্লার নেয়ামতের কি সদ্ব্যবহার করেছিলে (দুনিয়াতে)!

ইসমাঈলের অন্তর হল আলোড়িত দেহ হল কম্পিত!

"আব্বা, আমাকে এখন যেতে দিন, আম্মা, এখন আসি। দোওয়া করবেন, আস্সালামু আলায়কুম" বলে চামড়ার সুটকেইসটি হাতে নিয়ে

www.ahlehadeethbd.org

খুৎবার আযানের স্থান

উত্তরদাতা ঃ মুহাদ্দিস আহমদ রহমানী

১। প্রশ্নকারী ঃ মোঃ মনিরুদ্দীন আহমদ; রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফ হইতে জুমআর আযান সম্বন্ধে যে অনুবাদটি প্রশ্নকারী উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে মূল হাদীসের অনুবাদে অনুবাদক কিছু অংশ বর্ধিত করিয়াছেন যাহাতে প্রশ্নকারীর বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। অনুবাদক কিভাবে বুখারীর হাদীসের তর্জমায় এরূপ কারসাজী করিলেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বিস্মিত ও মর্মাহত হইয়াছি। উক্ত অনুবাদে "যাহা খোৎবার পূর্বে ইমামের সম্মুখে দেওয়া হয়" অংশটুকু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আমরা প্রথমে মূল হাদীসটি উধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء

(হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ), আবুবকর এবং উমরের (রাযিঃ) সময়ে যখন ইমাম মিম্বরে বসিতেন তখন জুমআর প্রথম আযান (খুৎবার আযান) প্রদত্ত হইত। পরন্তু যখন উসমান খলিফা হইলেন এবং লোকের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল তখন তিনি তৃতীয় আযান (বর্তমানের প্রথম আযান) প্রবর্তন

ইসমাঈল রওয়ানা হ'ল। দরজার চৌকাট পেরিয়ে টর্চলাইটের আলোতে পথ দেখে সে অগ্রসর হ'ল। তার বাবা ও মা দ্বার প্রান্তে তাকিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, এমন সময় আবার সেই কাশির শব্দ উত্থিত হ'ল। আহমদ খলীল কাশতে কাশতে হেলে পড়ছিলেন, আসমা তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। বললেন, "এসো, তুমি বিছানায় শোতে, তোমার এখন আরাম দরকার, নিদ্রার প্রয়োজন"।

রশিদ দৌড়িয়ে এল, চাচীর সঙ্গে একত্রে ধরা ধরি ক'রে তার চাচাকে ঘরে বিছানায় এনে শোয়ালো। আবদুর রহমান আর ইমানুল্লাহ চাদর আর কম্বল দিয়ে তাঁর শরীর ঢেকে দিলেন।

আবেগ জড়িত কণ্ঠে আহমদ খলীল বললেন, "আমার ভাই মারা গিয়েছে, তোমরাই আমার ভাই"।

'আবদুর রায্যাক কোথায়?'

'এই যে আমি এখানে'

কাছে এসে নিকটে বসো, তুমি আর আবদুর রশীদ, তোমরাই আমার ছেলে।

"আমাকে কিছু বল্‌ছিলেন"? আবদুর রায্যাক জিজ্ঞেস করে।

"হাঁ বাবা, কোরআন পাকের সর্বশেষ ছুরা— ছুরায়ে নাছ আমাকে খুব সুন্দর করে তোমার স্বভাবসিদ্ধ কেরাতে শুনাও, শুনিয়ে প্রাণটি জুড়িয়ে দাও!"

আবদুর রায্যাক সঙ্গে সঙ্গে হুকম পালন করে ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذى يوسوس فى صدور الناس، من الجنة والناس ٥

বল, আমি চাই আশ্রয় মানুষের প্রতিপালক মহা প্রভুর নিকট, মানুষের রাজাধিরাজের নিকট, মানুষের উপাস্য—মাবুদের নিকট, খান্নাছের প্ররোচনার অনিষ্ট হতে, যে (খান্নাছ) মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, জীন আর মানবের মধ্য হ'তে।

www.ahlehadeethbd.org

করিলেন যাহা যওরা নামকস্থানে প্রদান করা হইত। (বুখারী শরীফ ১২৪ পৃষ্ঠা) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইকামতকে আযানের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং খোৎবার আযান প্রথম, ইকামত দ্বিতীয় এবং হযরত উসমান কর্তৃক প্রবর্তিত আযানকে তৃতীয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে অনুবাদকের "এক আযান দেওয়া হইত যাহা খোৎবার পূর্বে ইমামের সম্মুখে দেওয়া হয়" অংশের কোন শব্দ বোখারীর মূল হাদীসে নাই। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, অনুবাদক উহাতে মারাত্মক ভাবে খেয়ানত করিয়াছেন এবং ইহাতে সরলমনা সুন্নতানুরাগীদিগকে ধোকা দিয়াছেন। আমরা বঙ্গানুবাদ বুখারীর পাঠকগণকে মূল হাদিসের সহিত মিলনা করিয়া উহার উপর নির্ভর করার ভীষণ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়া দিতেছি।

এখন মূল বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, বুখারীর হাদীসের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আবুবকর ও হযরত উমরের যুগে যখন ইমাম মিম্বরে উপবেশন করিতেন তখনই আযান প্রদত্ত হইত, দুই আযানের ব্যবস্থা তখন ছিল না।

অতঃপর হযরত উসমানের যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অপর আযানটির ব্যবস্থা করা হয় যাহা যওরা নামক স্থানে প্রদান করা হইত। খোৎবার আযানের স্থান উহাতে উল্লিখিত হয় নাই বরং আবু দাউদের মধ্যে উক্ত সায়েব বিন ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন,

كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابى بكر وعمر (الخ)

রসুলুল্লাহ (দঃ), আবুবকর এবং উমর জুমা দিবস যখন (খোৎবার জন্য) মিম্বরে বসিতেন তখন তাঁহাদের সম্মুখে মসজিদের দরজায় (বাহিরে) আযান প্রদান করা হইত। অতঃপর উসমানের খেলাফত কালে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উসমান তৃতীয় আযান প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং সেমতে যওরা নামক স্থানে আযান প্রদত্ত হইতে লাগিল। —আবুদাউদ আওনুল মা'বুদ সহ ৪২৪ পৃষ্ঠা।

بين يديه বায়না ইয়াদায়হি শব্দের তাৎপর্য সম্মুখে—নিকটে অথবা দূরে উভয়ই হইতে পারে। লেছানুল আরবে বলা হইয়াছে,

يقال بين يديك كذا لكل شيء امامك

তোমার সম্মুখ দিকে (নিকটে বা দূরে) অবস্থিত বস্তুকে বায়না ইয়াদায়িকা বলা হইয়া থাকে। আল্লামা খাফাজী তাঁহার এনাতুর রাযীতে এবং বিশস্ত আরবী শব্দকোষ কামুসেও ইহার বিশদ ব্যাখ্যা রহিয়াছে যে, "বায়না ইয়াদায়কা" শব্দ দ্বারা শুধু সম্মুখ দিক বুঝাইয়া থাকে। অতঃপর উহার সহিত 'আলা বাবিল মসজিদ' সংযুক্ত করিলে উহার প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। অর্থাৎ ইমামের সম্মুখে মসজিদের দরজায় (বাহিরে) আযান প্রদত্ত হওয়াই প্রমাণিত হইয়া থাকে।—আওনুল মা'বুদ (১) ৪২৩ পৃষ্ঠা।

তাবরানিতে বর্ণিত হইয়াছে,

ان بلالا كان يؤذن على باب المسجد

হযরত বিলাল (রাযিঃ) মসজিদের দরজায় (জুমআর) আযান প্রদান করিতেন। "আলা বাবিল মসজিদে" শব্দ দ্বারা মসজিদের বাহিরেই বুঝা যায়, যেমন على باب فلان আলা বাবে ফলান' বলিলে দরজার বাহিরেই বুঝায় (ঐ), ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, রসুলুল্লাহর সময় খুৎবার আযান মসজিদের মিনারায় প্রদত্ত হইত। এই উক্তি দ্বারাও খুৎবার আযান মসজিদের বাহিরে হওয়াই প্রমাণিত হয়। ইমাম ইবনুল হাজ স্বীয় মদখলে "মসজিদের ভিতরে আযান প্রদান নিষিদ্ধ" নামক অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন, আযান প্রদানের জন্য তিনটি স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে, ১মঃ মীনারা; ২য়ঃ মসজিদের ছা'দ; ৩য়ঃ মসজিদের দরজা। অতএব নিম্ন বর্ণিত কারণে মসজিদের ভিতরে আযান প্রদান করা নিষিদ্ধ ঃ (ক) ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদের ভিতরে আযান প্রদান করা প্রমাণিত হয় নাই। (খ) আযানের উদ্দেশ্য হইতেছে লোকদিগকে মসজিদের (নমাযের)

www.ahlehadeethbd.org

দিকে আহ্বান করা কিন্তু যাহারা পূর্ব হইতে মসজিদেই অবস্থান করিতেছে তাহাদিগকে মসজিদে আহ্বান করার কোন সার্থকতা নাই আর যাহারা নিজেদের বাসগৃহে অবস্থান করিতেছে তাহারা মসজিদের ভিতরের আযান অতি অল্পই শ্রবণ করিয়া থাকে ইহাই স্বাভাবিক অতএব মসজিদের আভ্যন্তরীণ আযানের কোন সার্থকতা নাই এই সার্থকতা বিহীন বস্তু অনর্থক।

ইমাম ইবনুল হাজ্ব আযানের স্থান বর্ণনার অধ্যায়ে বলিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত সুন্নত এই যে, মুআযযিন মিনারায় দাঁড়াইয়া আযান প্রদান করিবে। যদি উহা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আযান প্রদান করিবে। যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ মসজিদের দরজায় আযান প্রদান করিবে। জুমআর খুৎবার আযান সম্বন্ধে এক জিজ্ঞাসার উত্তরে সনামধন্য আলেম মওলানা আবদুল হাই হানাফী বলিয়াছেন,

بلاشبہ روایت ابوداؤد سے ..... یہ امر ثابت ہے کہ اذان ثانی خارج مسجد رو برو خطیب ہوتی تھی اور بعضے علماء لکھتے ہیں کہ یہ اذان منارہ پر ہوتی تھی علی کل تقدیر پاس خطیب کے نہ تھی مگر زمانہ ہشام بن عبد الملک یہ اذان مسجد میں ہوئے لگی۔

নিঃসন্দেহে আবুদাউদের হাদীস (তিনি আমাদের পূর্বোল্লিখিত হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন) দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, (জুমআর) দ্বিতীয় আযান মসজিদের বাহিরে খতীবের সম্মুখে প্রদত্ত হইত আর কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন যে, উক্ত আযান মিনারায় হইত। যাহাই হউক না কেন উহা খতীবের সন্নিকটে হইত না, কিন্তু (বনি উমাইয়া খলিফা) হেশাম বিন আবদুল মালেকের সময়ে উক্ত আযান মসজিদের ভিতরে হইতে লাগিল, অতঃপর মওলানা মওসুফ মদখলের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন,

وقد بان ان فعل ذالك فى المسجد بين يدى الخطيب بدعة

ইহাতে স্পষ্ট হইয়া গেল যে, মসজিদের ভিতরে খতীবের নিকট সম্মুখে আযান প্রদান করা বিদআৎ।

হানাফী মযহবের প্রসিদ্ধ ফিকহগ্রন্থ শরহে বেকায়ার ১ম খণ্ডের ২৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, ইমাম মিম্বরে বসিলে اذن ثانيا بين يديه মোআযযিন তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয় আযান প্রদান করিবে। ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়াছেন,

قوله بين يديه اى مستقبل الامام فى المسجد او خارجه والمسنون هو الثانى

"বায়না ইয়াদায়হি"র তাৎপর্য ইমামের সম্মুখে মসজিদে অথবা বাহিরে (উভয়ই হইতে পারে) কিন্তু দ্বিতীয়টিই (অর্থাৎ মসজিদের বাহিরে আযান প্রদানই) সুন্নত।

আর যাহা প্রকৃত সত্য তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

২। **দোয়া কুনুতের স্থান ঃ**

দোয়া কুনুত এবং উহার স্থান সম্পর্কে গোড়া-গোড়ি হইতেই সুধীবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। এমন কি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এই সম্বন্ধে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। মওলানা মনিরুদ্দীন সাহেব তাঁহার প্রশ্নে মওলানা শামছুল হক সাহেব কর্তৃক অনুদিত বঙ্গানুবাদ বুখারী শরীফের ৫২৩ নং হাদীসের যে অনুবাদ উল্লেখ করিয়াছেন উহাতে অনুবাদক বুখারীর হাদীসের সঠিক অনুবাদ করেন নাই। মূল হাদীসটির যথা-যথ তর্জমা করাই তাঁহার উচিত ছিল কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া মূল হাদীসের তর্জমায় কিছু বাদ দিয়াছেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্রাকেটের ভিতরের অংশটুকু বৃদ্ধি করিয়াছেন, মূল হাদীসের নিম্নলিখিত অংশের

قلت فان فلانا اخبرنى عنك انك قلت بعد الركوع فقال كذب

সরল অনুবাদ এইরূপ হইবে আমি বলিলাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে, আপনি রুকুর পরে বলিয়াছেন! তিনি বলিলেন সে ভুল করিয়াছে।

কিন্তু অনুবাদক লিখিয়াছেন 'অমুক ব্যক্তি বলিয়া থাকে "রুকুর পরে"। ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা

www.ahlehadeethbd.org

যাইতেছে যে, "রুকুর পরে" কথাটি অমুক ব্যক্তির। অথচ বুখারীর হাদীসের অর্থ হইতেছে অমুক ব্যক্তি হযরত আনসের উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আর এই দুইটি কথার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। অধিকন্তু 'কাযাবা' মাযীর সীগা, উহার অর্থ "ভুল বলিয়া থাকে" নহে বরং উহার অর্থ ভুল বলিয়াছে করাই সঙ্গত। বুখারীর ভাষ্যকার হাফিযুল ইসলাম আল্লামা ইবনে হজর আসকলানী বলিয়াছেন,

ومعنى قوله كذب اى اخطأ وهو لغة اهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو اعم من العمدو الخطأ، ويحتمل ان يكون اراد بقوله كذب اى ان كان حكى ان القنوت دائما بعد الركوع

অর্থাৎ "কাযাবা" শব্দের অর্থ ভুল করিয়াছে। ইহা হেজাযীদের ভাষা। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার ভুলের জন্য তাহারা 'কাযাবা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে এইরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে যে, এই শব্দ প্রয়োগের দ্বারা হযরত আনসের উদ্দেশ্য এই যে, যদি সেই অমুক ব্যক্তি এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে যে, (আমি বলিয়াছি) কুনূত সর্বদা রুকুর পর ছিল (তাহাহইলে সে ভুল করিয়াছে)।

অনুবাদের ত্রুটি চিহ্নিত করার পর এখন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আহলে হাদীসগণের মতে রুকুর পূর্বে এবং পরে উভয় স্থানে দোয়া কুনূত পড়া জায়েয এবং তাঁহাদের বৃহৎ দল রুকুর পরে দোয়া কুনূত পড়াকেই আফযল—উত্তম বলিয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দোয়ায় কুনূত সম্বন্ধে ইসলামের স্বর্ণ যুগ হইতেই মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। ইমাম সুফইয়ান সওরী, আবদুল্লাহ বিন্ মোবারক, ইসহাক বিন্ রাহওয়ায়হ্ (এক বর্ণনানুসারে) ও ইমাম আবু হানীফা এবং সাহাবাদের মধ্য হইতে হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মসউদ (রাযিঃ) বিতরের নমাযে সারা বৎসরই রুকুর পূর্বে দোয়া কুনূত পড়ার মত পোষণ করিতেন।

পক্ষান্তরে, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, আবু রাফে' আবু আইউব, আবু খয়সমা, ইবনে আবি-শয়বা, ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন নসর এবং ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও খুলাফায়ে রাশেদীন এবং এক বর্ণনা সূত্রে হযরত আনসও রুকুর পর দোয়ায় কুনূত পড়ার মত গ্রহণ করিতেন।

যাঁহারা রুকুর পূর্বে দোয়া কুনূত পড়ার মত পোষণ করেন তাঁহারা নিম্ন বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিয়া থাকেন।

(ক) উবাই বিন কা'ব বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বিতর নমাযে রুকুর পূর্বে দোয়া কুনূত পড়িতেন।—ইবনে মাজাহ ও নাসায়ী। কিন্তু এই হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন।

(খ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম আসিম (রাযিঃ) কর্তৃক যে রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (যাহা প্রশ্নকারী স্বীয় পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন)। কিন্তু আনস হইতে রুকুর পর কুনূত পড়ার হাদীসও অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।

(গ) মোহাম্মদ বিন্ হাসান বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাযিঃ) সমস্ত বৎসর রুকুর পূর্বে দোয়া কুনূত পড়িতেন।—কিতাবুল আ'ছার ও দারমী। কিন্তু ইহার সনদে আবান নামক দুর্বল রাবী রহিয়াছেন।

আর যাঁহারা রুকুর পর দোয়া কুনূত পড়ার মত পোষণ করেন। তাঁহারা নিম্ন বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(ক) হযরত আনস বিন মালেক রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة وابوبكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس

রসূলুল্লাহ (দঃ), আবুবকর ও উমর (রাযিঃ) রুকুর পর কুনূত পড়িতেন। অতঃপর উসমানের সময়ে তিনি রুকুর পূর্বে কুনূতের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যাহাতে বিলম্বে আগন্তুক ব্যক্তি রাকআত প্রাপ্ত হয়।—তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৩৩৬ পৃঃ ও কিয়ামুল্লায়ল ১৩৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাফিয এরাকী বলেন, جيد اسناده ইহার সনদ অতি উত্তম।

(খ) ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারী শরীফের মগাযী অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা কর্তৃক রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع

রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন কোন লোকের প্রতি বদ দোয়া অথবা কোন লোকের জন্য দোয়া করিতে ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি রুকুর পর কুনূত পড়িতেন।

(গ) হুমায়দ বলেন, আমি হযরত আনসকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, দোয়া কুনূত পূর্বে পড়িতে হইবে, না পরে? তখন আনস বলিলেন, আমরা পূর্বে ও পরে উভয় স্থানেই পড়িতাম।

(ঘ) আবু রাফে" বলেন,

صليت خلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقنتون بعد الركوع

আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সাহাবাগণের পশ্চাতে নমায সমাধা করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই রুকুর পরেই দোয়া কুনূত পড়িতেন।—কিয়ামুললায়ল ১৩৩ পৃঃ।

(ঙ) আবু আবদুর রহমান রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

ان عليا كان يقنت فى الوتر بعد الركوع

হযরত আলী (রাযিঃ) বিত্‌র নমাযে রুকুর পর দোয়া কুনূত পড়িতেন। (ঐ)

এতদ্ব্যতীত মোহাম্মদ বিন নসর স্বীয় কিয়ামুললায়লে আরও কতিপয় হাদীস উধৃত করিয়াছেন। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য উক্ত কিতাবের ১৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফলকথা এই যে, প্রশ্নকারীর পত্রে উল্লিখিত হযরত আনস (রাযিঃ) হইতে বুখারীর রেওয়ায়তের ন্যায় অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রুকুর পরের রেওয়ায়তও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব রসূলুল্লাহর সমুদয় হাদীসকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বিতর নমাযে রুকুরপূর্বে এবং পরে উভয় স্থানে দোয়া কুনূত পড়া জায়েয। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবার আমল বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল ও পরবর্তী অধিকাংশ ইমামগণের মতানুসারে নিম্নবর্ণিত কারণে দোয়ায়ে কুনূত রুকুর পরে পড়াই আমাদের মতে আফযল।

(১) হযরত ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হইল,

سئل احمد عن القنوت فى الوتر قبل الركوع ام بعده وهل ترفع الايدى فى الدعا فى الوتر فقال القنوت بعد الركوع ويرفع يديه

বিত্‌রে কুনূত রুকুর পূর্বে, না পরে এবং বিতরে দোয়ার সময় হস্ত উত্তোলন করিতে হইবে কি না?

তিনি বলিলেন, কুনূত রুকুর পরে পড়িবে এবং উহাতে হস্ত উত্তোলন করিবে।—তুহ্‌ফা ৩৩৬ পৃঃ; কিয়ামুল ১৩৩ পৃঃ।

২। ইমাম বয়হকী বলিয়াছেন,

رواة القنوت بعد الرفع اكثر واحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون

—কুনূত সম্পর্কীয় হাদীস রেওয়ায়ত কারীগণের মধ্যে রুকুর পরে কুনূতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের রাবীর সংখ্যা অত্যধিক এবং তাহারা অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন। অধিকন্তু খুলাফায়ে রাশেদীন এরূপই আমল করিয়াছেন।

৩। মোহাম্মদ বিন নসর মরওয়াযী বলেন, ইসহাকবিন রাহ্‌ওয়ায়হে সম্পূর্ণ বৎসরই বিতর নমাযে রুকুর পর দোয়া কুনূত পড়িতেন এবং আমিও ইহাকে আফযল বলিয়া মনে করি। কেয়াম: ১৩৩ পৃ।

৪। আল্লামা মোবারকপুরী স্বীয় তিরমিযীর ভাষ্যে রুকুর পূর্বে ও পরে দোয়া কুনূতের জায়েয হওয়ার কথা বলার পর রুকুর পরে হওয়াকেই অধিক শ্রেয়ঃ বলিয়াছেন এবং হাফেয এরাকীর উক্তিকে সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন।—তুহফাতুল আহওযারী ৩৩৬ পৃঃ।

আর যাহা সঠিক তাহা আল্লাহই অবগত রহিয়াছেন।

وهذا آخر ما اردت ايراده فى هذا الجواب والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

www.ahlehadeethbd.org

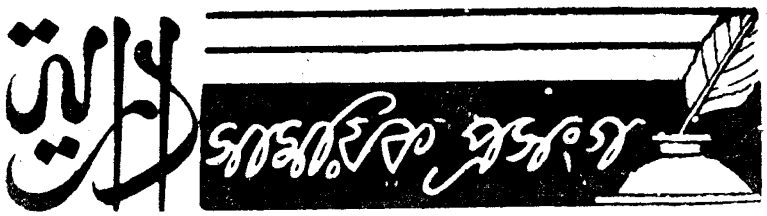

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিল পাকিস্তান পতিতা সম্মেলন

বিগত ২০শে আগষ্ট করাচীর থিওসফিক্যাল হলে নিখিল-পাকিস্তান পতিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। করাচীর উক্ত হল-ইতিহাসে এ ধরনের সম্মেলনে লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বহু শহর ও উপশহরের বিপুল সংখ্যক পতিতা অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলনের উদ্বোধনী বেলা ৪ ঘটিকায় তেলাওয়াতে কুরআন পাক দ্বারা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যথাসময় কারী না পাওয়ায় উহার অনুষ্ঠান দশ মিনিট বিলম্বিত হয়। উক্ত সম্মেলনে করাচীর বুক হতে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোন শহরেই উহা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়নি তাই করাচীর নিষিদ্ধ-করণ আইন বাতেল করে তথায় পুনরায় বেশ্যা বৃত্তি জারী করার স্বপক্ষে গরম গরম বক্তৃতা ও শেষ পর্যন্ত রেজুলেশন পাশ করা হয়।

পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এ সম্বন্ধে আমাদের যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তার উপরে ভরসা করে আমরা খুব দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি যে, ব্রিটিশের যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশে পতিতাদের সংখ্যা আজকের সংখ্যার তুলনায় মোটেই নগণ্য ছিল না। কিন্তু সেই লা-দ্বীনি হুকুমতে যা হয়নি আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ "ইসলামী হুকুমতে" তা সম্ভব হল! আমাদের পার্শবর্তী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে যা সম্ভব হল না, ইসলামের নামে অর্জিত দেশে আজ তাইই সম্ভব হল। এর চেয়ে অধিক লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে?

একথা অস্বীকার করার ওপায় নাই যে, আমাদের সমাজ আজও নানাবিধ নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধিতে ভারক্রান্ত। কুৎসা রটনা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ, চুরি, জেনা শরাবখোরী ইত্যাদি ব্যাধি-পূর্বে যেমন ছিল পাকিস্তান অর্জনের ১৫ বছর পরও তার কোন উন্নতি হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়না। কিন্তু এ সব ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে অনেক সময়েই তাদের কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত বলে বোধ হয়। শরাব যারা খায় তারা লোকজনের চক্ষুর অন্তরালে অতি সন্তর্পণে এ অপকর্ম করে থাকে। জেনায় যারা লিপ্ত হয় তারাও শাঙ্কিত মনে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এ কুকর্ম করে থাকে। মিথ্যুকেরাও নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে জাহির করার জন্য নানা ছলা-কলার আশ্রয় গ্রহণ করে। ফল কথা, আমাদের সমাজে এখনও নৈতিক ব্যাধিগ্রস্ত প্রত্যেকটী মানুষকে স্বীয় দুর্বলতা গোপন করার জন্য বেশ খানিকটা যত্নবান হতে দেখা যায় কিন্তু নিখিল পাকিস্তান পতিতা সম্মেলন প্রকাশ্য দিবালোকে পাকিস্তানের প্রাক্তন রাজধানীর বুকে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত করে এ চিরাচারিত নিয়মের মাথায় পদাঘাত করেছে।

জেনা ইসলামে জঘন্যতম পাপ বলে অভিহিত হয়েছে। কুরআন পাক যাকে স্পষ্ট ভাষায় "ফাহে-শাতান্ মুবিনা" বলে উল্লেখ করেছে সেই প্রকাশ্য ফাহেশা কাজকে আরও জোরশোরে চালুকরার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আজ পাকিস্তানের খোলা ময়দানে প্রকাশ্য কন্‌ফারেন্স হচ্ছে—এর চেয়ে লজ্জা, ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? করাচীর পতিতা সম্মেলন দুনয়ার রাষ্ট্র নিচয়ের সামনে পাকিস্তানের মাথা হেট করে দিয়েছে।

পতিতা-এশোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা দিতে গিয়ে যে সব জঘন্য উক্তি করেছে তাতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের পেশানীতে এমন কলঙ্কের কালিমা লেপিত হয়েছে যার নিন্দা করার ভাষাও আমরা খুঁজে পাই না। প্রেসিডেন্ট বলেছে, "আপনাদের বাপ-দাদারাই যুগ যুগ ধরে আমাদেরকে প্রতিপালন করেছেন এবং তাঁরা বরাবরই আমাদের পতিতালয়গুলিকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষার কেন্দ্র বলে মনে করতেন।"

প্রেসিডেন্ট গোলাম বাই-এর কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ইসলামে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা করার উপযুক্ত উপকরণ খুঁজে পাননি—পেয়ে ছিলেন পতিতালয়ে; আমাদের পিতা ও পিতামহেরা মাতৃক্রোড়কে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষার কেন্দ্র বলে মনে করেননি—করেছিলেন বেশ্যা-ক্রোড়কে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে যাঁরা পতিতালয়ে গমন করেন নি তাঁরা ছিলেন, অভদ্র যাঁরা বেশ্যা-ক্রোড় হতে শিষ্টাচার সবক হাসেল করেন নি তারা ছিলেন রূঢ়। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আরও মজার ব্যাপার এই যে, যে কুরআন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ব্যভিচারের নিন্দা করেছে এবং ব্যভিচারকারী ও কারিণীর জন্য আদর্শ শাস্তির (Capital Panishment) ব্যবস্থা করেছে সেই ব্যভিচারকে চালুকরার জন্য আহুত সম্মেলনের উদ্বোধনী কুরআন পাকের তেলাওয়াত দিয়ে করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল! এটা কি কুরআন পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কুরআন পাকের তওহীন? একটী জাতির কি পরিমাণ নৈতিক অধঃপতন ঘটলে সে জাতি নিজেদের ধর্মগ্রন্থের সাথে এমন তামাশা করতে পারে?

স্মরণ রাখা উচিত যে, পতিতাবৃত্তি আমাদের সমাজে এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধি যার ফলে সমাজের কোটী কোটী মানুষ অপমৃত্যুর কোলে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছে; পতিতাবৃত্তি এমন এক ডাইনী যার মোহজালে পতিত হয়ে আমাদের লক্ষ লক্ষ নওয়াব ও আমীর তাঁদের যথাসর্বস্ব উজাড় করে অবশেষে পথের ভিখারী সাজতে বাধ্য হয়েছে।

অতএব আমরা হুকুমতে পাকিস্তানের কর্ণধার-গণের নিকট আপীল জানাচ্ছি যে যত শীঘ্র সম্ভব পাকিস্তানের পাক ভূমি হতে এ নাপাক ব্যবসায়ের মূলোৎপাটন করা হোক। অন্যথায় কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় এ দুরারোগ্য রোগ গোটা সমাজে সংক্রামিত হয়ে পড়বে এবং এমন ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করবে যার প্রতিকার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মানবতার দুশমন

প্রায় দু শত বছর ধরে গোলামীর নাগপাশে আবদ্ধ থেকে আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। আজাদী লাভের পর দেশকে উন্নত করার চেষ্টা হয়ে থাকলেও আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান সভ্য দেশের তুলনায় এখনও বহু নিম্নেই পড়ে আছে। একদল বিদেশী সুযোগ সন্ধানী ধর্মের মুখোশ পরে আমাদের এ দুর্যোগের সুযোগ গ্রহণ করছে। বিদেশ হতে যে সব টাকা পয়সা কাপড় চোপড় ও ঔষধ পত্র এ দেশের গরীব ও রুগ্নদের সাহায্যের জন্য আসছে তারা উহা হস্তগত করে এক দিকে গরীব ও রুগ্নদের সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান ধন—ঈমান লুটে নিচ্ছে আর অন্যদিকে জাতীয় সংহতি, সমৃদ্ধি এবং স্বদেশ প্রেমের মূলে কুঠারাঘাত করছে। তারা পরোক্ষ ভাবে এ প্রভাবই বিস্তার করছে যে পাকিস্তানী গর্ভর্ণমেণ্ট জনসেবার এবং সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করতে অপরাগ। কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলির মাধ্যমে তারা এদেশের শিক্ষিত মহলে যে প্রভাব বিস্তার করে আছে তার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে এদেশের প্রায় প্রত্যেকটী দৈনিক কাগজই একাধিকবার হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছে। আমাদের এসব অভাব অভিযোগের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুযোগ নিয়ে যে সব সুযোগ-শিকারী আমাদের অতি মূল্যবান ঈমান লুণ্ঠন করছে তাদের ধর্মের সুযোগ যত বড়ই হোক না কেন তারা মানবতার জঘন্যতম দুশমন।

এ প্রসঙ্গে আমরা খৃষ্টান মিশনারীদের কথাই বলছি। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট প্রকাশ, গত ১০ বছরে পাকিস্তানে খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা ৩৫ জন বেড়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের মোট সংখ্যা ৫,৮৩,৮৮৪ জনের মধ্যে ৩,১২,২৯২ জন পুরুষ আর ২,৭১,৩৯২ জন স্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে তাদের মোট সংখ্যা ১.৪৮.৯০৩; তন্মধ্যে প্রায় ৭৫০০০ পুরুষ আর ৭৪০০০ স্ত্রী। রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে, খৃষ্টান মিশনারীরা ধর্মান্তরের কাজে সব চেয়ে বেশী কাময়াব হয়েছে প্রাক্তন সিন্ধু প্রদেশ, পাঞ্জাব ও পূর্বপাকিস্তানে।

খৃষ্টানদের উল্লিখিত সংখ্যা তত্ত্ব হতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রতি এক কোটীর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ খৃষ্টান হয়েছে। খৃষ্টানদের এ বিরাট জনসংখ্যা দেখে পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র দফতরের টনক নড়েছে। গত ২৯শে মে তারিখের দৈনিক কাগজগুলিতে "ডনের" বরাতে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, স্বরাষ্ট্র দফতরের উচ্চপর্যায়ের কর্মচারীগণ পাকিস্তানে ধর্মান্তর বন্ধ করার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। এ বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের বড় বড় অফিসারগণ উপস্থিত থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারদ্বয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটী পরামর্শ দিতে চাই ঃ—

(১) বিদেশ হতে টাকা পয়সা, কাপড়-চোপড় ঔষধ পথ্য যা এদেশের গরীবদের সাহায্যার্থে এসে থাকে তার বণ্টন ও জনসেবার কাজ যেন খৃষ্টান মিশনের পাদরীদের দ্বারা করান না হয়; বরং স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তানীদের দ্বারা যেন সাহায্য দ্রব্য বণ্টনের বন্দোবস্ত করেন।

(২) কিণ্ডার গার্টেন স্কুল গুলিতে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার পুরাদস্তর ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রত্যেক স্কুলে বাধ্যতামূলক ভাবে ২'৪ জন পাকিস্তানী শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) অসহায়, আর্ত, দুর্গত এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য ইসলামী রিলিফ ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের মনে হয় উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হলে মিশনারীদের ধর্মান্তর বহুল পরিমাণে ব্যাহত হতে বাধ্য।

"ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তী নেই" ইসলামের এ মর্ম-বাণীর এ অর্থ নয় যে, মুসলমানেরা নিজেদের খেয়াল খুশী মত ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে যে কোন ধর্ম অবলম্বন করতে পারে। এর অর্থ এই যে, কোন বিধর্মীকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হবে না। যে সব মুসলমান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে থাকে ইসলামের পরিভাষায় তারা "বাগী" বা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দুনিয়ার সব দেশের ন্যায় ইসলামও রাষ্ট্রদ্রোহীদের জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা দান করেছে।

www.ahlehadeethbd.org